পেজ ২.....

মোদিকে কড়া বার্তা অভিষেকের

জনমত

পেজ ৭.....

জোড়া ভোটে চমক

www.jazzbaat24bangla.com. প্রথম বর্ষ । সংখ্যা ৭ । পৃষ্ঠা ৮ রবিবার ৪ মে ২০২৫ ১৯ । বৈশাখ ১৪৩২

জঙ্গি ও তাদের মদতদাতা, শাস্তি পাবেই ফের কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

জঙ্গি ও মদতদাতাদের খুঁজে বার করে শাস্তি দেবে ভারত! সন্ত্রাসবাদ দমনে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।শনিবার হায়দরাবাদ হাউসে অ্যাঙ্গোলার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদী। সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির জন্য অ্যাঙ্কোলার প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান তিনি। মোদীর কথায়, 'সন্ত্রাসবাদ মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু।' একজন সন্ত্রাসবাদীকেও রেয়াত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।শনিবার নয়াদিল্লিতে অঙ্গোলার প্রেসিডেন্ট জোয়া লরেঙ্কো পহেলগাঁওয়ে নিহত ২৬ জনের পরিজনদের উদ্দেশে সমবেদনা জানান। সেই কথা স্মরণ করে মোদী বলেন, ''আমরা একমত যে, সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি!'' একই সঙ্গে জোয়া লরেঙ্কোকে পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছেন ২৬ পর্যটক। এই নৃশংস হামলার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসবাদী শুধু নয়, তাদের মদতদাতাদেরও ছেড়ে কথা বলবে না ভারত। কড়া ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন নমো। এ দেশের মাটিতে সন্ত্রাসবাদকে কোনও মতেই মাথাচাড়া দিতে দেওয়া হবে না বলে আবারও স্পষ্ট করলেন তিনি।এদিকে পহেলগাঁও কাণ্ডের পর থেকেই অশান্ত জম্মু-কাশ্মীরের ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত। নাগাড়ে ন'বার নিয়ন্ত্রণ রেখায় রাতের অন্ধকারে গুলিবৃষ্টি করেছে পাকিস্তান। সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে গুলি চালিয়েছে পুঞ্চ, কুপওয়ারা, উরি, বারামুল্লা এবং আখনুরে। যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতও। ফলে শীঘ্রই কোনও বড় এবং কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেই অনুমান আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। রাজনাথ সিংহ, অজিত ডোভাল এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহানের সঙ্গে আলোচনার পর সেনাকে সব রকমের স্বাধীনতা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের সেনার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তিন প্রধানের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,'সন্ত্রাসবাদকে ধ্বংস করাই দেশের জাতীয় সংকল্প।'পহেলগাঁও হত্যালীলার পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তোলপাড় প্রায় গোটা বিশ্ব! পহেলগাঁওয়ের পর থেকেই সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। সেই আবহে ফের সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে ফের সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে বিহারের এক অনুষ্ঠানেও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলছেন মোদী। তাঁর হুঁশিয়ারি, ভারত প্রতিটি জঙ্গিকে খুঁজে বার করবে এবং শাস্তি দেবে। শুধু জঙ্গি নয়, যারা সন্ত্রাসবাদের মদত দেয়, তাদেরও চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দেন মোদী।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর তৎপরতা

বেআইনি অংশ ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু

ঋতুরাজ হোটেলের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের পর। সেই এলাকায় একাধিক বাড়ি বিপদজনক হয়ে থাকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, আবাসিক দের অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুরোধ করার পাশাপাশি তাদের কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তাদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার ও প্রতিশ্রুতি দেন। সেই দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ দেন কলকাতায় এমন বাড়ির সংখ্যা কতগুলো রয়েছে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে দমকল এবং পৌরসভা কে। গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত মেছুয়া পট্টির অর্ধ দগ্ধ ঋতুরাজ হোটেলে ১৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকা পরিদর্শনের পর সারপ্রাইজ ভিজিট করেন পার্কস্ট্রিট সংলগ্ন ম্যাগমা হাউসে। সেখানে অনৈতিকভাবে রেস্তরা চালানোয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে এই রেস্তরাঁর বেআইনি অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী গোপন খবর পেয়ে মেছুয়া পট্টি থেকে সরাসরি পার্ক স্ট্রিটের সারপ্রাইজ ভিজিট করেন। তবে সেখানকার অভিজাত রেস্তরাঁ "ম্যাগমা হাউসের" পরিকাঠামো দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন । গাদাগাদি করে রাখা একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার। তা দেখে কলকাতা পৌরসভার মেয়ার ফিরাদ হাকিম, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, এবং পুলিশ কমিশনের মনোজ বর্মাকে রেস্টুরেন্ট মালিকদের নিয়ে দ্রুত বৈঠকে বসার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৈঠকের ঠিক হয় শুধু ম্যাকমা হাউস নয় কলকাতা শহরে এমন অনেক রেস্তরাঁ রয়েছে যারা ছাদ বন্ধ করে ব্যবসা চালাচ্ছে তাদের বন্ধ করে দেয়া হবে। শুক্রবার সেই মর্মে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল শুধু তাই নয়। স্পষ্ট করে দেওয়া হয় রেস্তোরার জন্য ছাদ বিক্রি করা যাবে না। কলকাতা পৌরসভার বিল্ডিং আইন অনুযায়ী ৪০০(৮) ধারায় বৃহস্পতিবার ম্যাগমা বিল্ডিং এর বেআইনি অংশ ভাঙ্গার নির্দেশিকা জারি হয়ে গিয়েছিল। শুক্রবার তা ভাঙার কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত শনিবার সকাল থেকে তার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সন্দেহভাজন লস্কর জঙ্গির খোঁজে শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের বিমানে তল্লাশি

পাঁচজন সন্দেহভাজন লস্কর জঙ্গির খোঁজে শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে তল্লাশি চালানো হয়। চেন্নাই থেকে কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই তল্লাশি চলে। চেন্নাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি হুমকি ইমেল পেয়েছিল। তাতে দাবি করা হয়েছিল যে ওই বিমানে পাঁচজন লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি ওই বিমানে রয়েছে। বিমানটি কলম্বো বিমানবন্দরে নামার পরেই তল্লাশি চালানো হয়। জানা গিয়েছে, হুমকি ইমেলটি সকাল ১১.০৫ মিনিটে চেন্নাই বিমানবন্দরের প্রধান নিরাপত্তা আধিকারিকের কাছে আসে। যেখানে উল্লেখ করা হয়ে, 'UL 122 (সকাল ৯.৫৫) বিমানে পাঁচজন দক্ষিণ ভারতীয় পুরুষ লস্কর কর্মী। পরিষ্কার প্রোফাইল, সুপ্রশিক্ষিত, কোনও সন্দেহ নেই।' ইমেলটি পাওয়ার সময় বিমানটি চেন্নাই থেকে উড়ে গিয়েছিল। তখন তথ্য কলম্বো বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছিল। যেখানে যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি করা হয়েছিল। তবে, কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা কার্যকলাপ পাওয়া যায়নি।শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্সের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে তাদের ফ্লাইটটি পরীক্ষা করা হয়েছে। পরের উড়ানের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চেন্নাই এরিয়া কন্ট্রোল সেন্টার থেকে ভারতে পলাতক একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্কতা জারির পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে তল্লাশি চালানো হয়েছিল, যে বিমানটিতে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর এই প্রথম ওমর আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

পহেলগাঁও হামলার পরে এই প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার বিকেলে বৈঠকটি হয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন, ৭, লোককল্যাণ মার্গে। বৈঠকে দু'জনের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে তা জানানো হয়নি। তবে সরকারি সূত্রে খবর, জম্মু ও কাশ্মীরে পহেলগাঁও পরবর্তী নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পহেলগাঁও হামলার পরই মোদি বলেছিলেন, 'এই হামলা শুধুমাত্র নিহত পর্যটকদের ওপর হামলা নয়, দেশের শত্রুরা ভারতের আত্মার ওপর হামলা চালানোর দুঃসাহস দেখিয়েছে। আমি একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই, যারা এই হামলা চালিয়েছে, সেই সব সন্ত্রাসবাদীদের আর হামলার ষড়যন্ত্রকারীদের, তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যা তাদের কল্পনারও বাইরে। শাস্তি হবেই হবে। সম্প্রতি পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় এক দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। সে দিন বিধানসভায় বক্তৃতার সময়ে পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন ওমর।বলেন, "আমি জানি না মৃতদের পরিবারের কাছে কী ভাবে ক্ষমা চাইব। আয়োজক হিসাবে পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানো আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু আমি পারিনি। ক্ষমা চাওয়ার কোনও ভাষা আমার কাছে নেই।"পহেলগাঁও কাণ্ডের পর টানা ন'দিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান। বিনা প্ররোচনায় গুলি চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে। পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাও। ওই সূত্রের দাবি, মোদী-ওমর বৈঠকে এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। জানা যাচ্ছে কোন উপায়ে প্রত্যাঘাত করা হবে, আলোচনায় তা-ও উঠে আসে। তা ছাড়া কাশ্মীরে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও দু'জনের মধ্যে কথা হয়।

দেশি পর্যটকদের মনের খোরাক মিটিয়ে দেশে তৃতীয় স্থানে 'রূপসী বাংলা'

সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

'ডেস্টিনেশন বেঙ্গল'-এ নয়া পালক। দেশের পর্যটন মানচিত্রে বিদেশি পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে লোকপ্রিয় রাজ্য হিসেবে তৃতীয় স্থানে উঠে এল পশ্চিমবঙ্গ। জাতীয় পর্যটনের তথ্য অনুযায়ী পর্যটন সৌন্দর্যে বিদেশি পর্যটকদের কাছে 'দার্জিলিং টু দীঘা'-র বঙ্গভূমি দেশের অন্যান্য সমৃদ্ধশালী রাজ্যকে পিছনে ফেলে তিন নম্বরে উঠে এসেছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের পর বাংলায় বিদেশি পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা বলে বিবেচিত জানিয়েছে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক। "ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কমপেনডিয়াম ২০২৪" নামে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক রিপোর্টের তথ্য বলছে যে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের পর বাংলা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে যে ২০২৩ সালে বিদেশ থেকে ভারতে আসা পর্যটকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পর্যটক মহারাষ্ট্রে এসেছেন। যেখনে ৩.৩৯ মিলিয়ন ভ্রমণপিপাসু পর্যটক এসেছেন যা প্রায় মোট পর্যটকের ১৬.৩৯%। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাট। সেখানে আসা বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা হল ২.৮১ মিলিয়ন অর্থাৎ মোট ১৪.৬০%। তবে বাংলার মাটিতে বিদেশি পর্যটকদের পা পড়েছে ১৪.০৮% মোট পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২.৭১ মিলিয়ন। পাহালগাঁও কাণ্ডের পর ভ্রমণপিপাসু দের কাছে কাশ্মীর উপত্যকা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও রূপসী বাংলার পর্যটন মনের খোরাক মিটিয়েছে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের।রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর ২০১৩ সালে বিদেশী পর্যটকদের আসার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ১০ টি সেরা রাজ্যের মধ্যে ৬ নম্বর তালিকায়। তৎকালীন সময়ে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, দিল্লি,উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থান ছিল বিদেশী পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় প্রথম পাঁচে। পর্যটন বান্ধব পরিবেশ না থাকায় বাংলায় বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামোর অভাবে বিদেশী পর্যটক বাংলা থেকে একসময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার পর্যটন কেন্দ্রগুলি উপরে জোর দেওয়ার ফলে ২০১৯ সালে কিছুটা উন্নতি হয়ে ৫ নম্বরে উঠেছিল বাংলা। পরে ২০২২ সালে বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় তৃতীয় স্থানে চলে

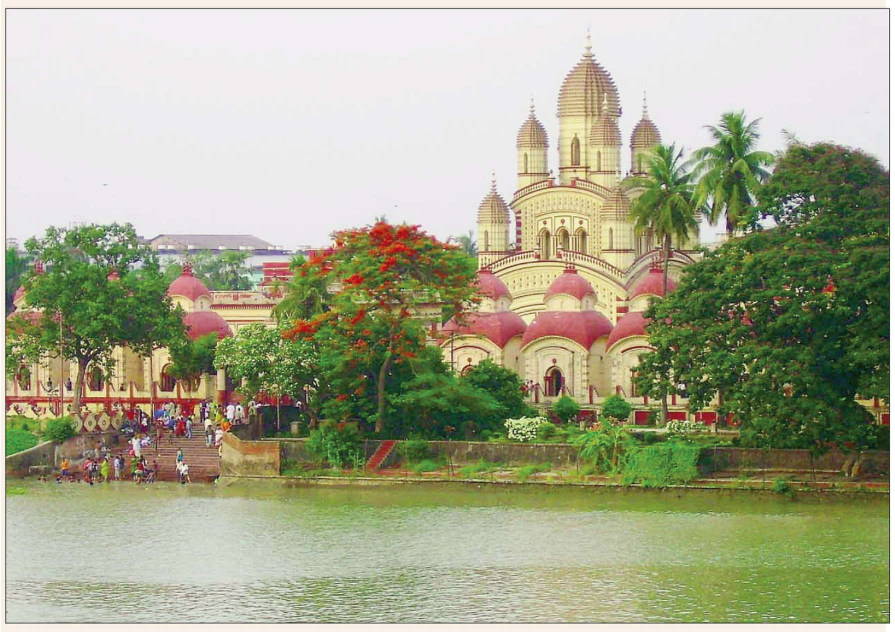

আসে বাংলা। তখন তার আগে ছিল শুধু দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশ। বাংলার রিচ কালচার, ডাইভারসিটি,এবং হেরিটেজ বিদেশী পর্যটকদের পছন্দের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠছে। বিদেশী পর্যটকদের কাছে আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাকে এগিয়ে দিয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। এবার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রাজ্য বদল হলেও তৃতীয় স্থানে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ।

তবে রাজ্য সরকার পর্যটন দফতরকে ঢেলে সাজানোর জন্য পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের মধ্যে বাংলা বিদেশিদের পছন্দের তালিকায় তৃতীয় স্থান গ্রহণ করা নিশ্চিত ভাবে বাংলার পর্যটন শিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশাবাদী রাজ্যের পর্যটন দফতরও।

প্রেস ফ্রিডম,এই স্বাধীনতার স্বাদই আলাদা

অভিজিৎ বসু

সারা বিশ্ব জুড়ে এই মিডিয়াকুল স্বাধীন ভাবে হাত পা ছড়িয়ে কাজ করবে নিজের ইচ্ছামত। কোনো খবরদারি থাকবে না। দাদাগিরি থাকবে না। কারুর নজরদারি থাকবে না। কেউ রিজয়ন্ডার দিয়ে বলবে না যে কেনো এমন ভুল লেখা হয়েছে এখুনি ক্ষমা চাও হাতজোড় করে। এসব সত্যিই হলেও আমি বলছি এসব ঠিক নয়। এই লেখা প্রকাশ করা যাবে না। তুলে নাও এই লেখা মার্জনা প্রকাশ করে বলো অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।কিন্তু শুধুই নিশ্চিন্তে হাত পা ছড়িয়ে সংবাদপত্র তার কাজ করবে নিশ্চিন্তে। এমন একটা স্বপ্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে ভাবলেই কেমন যেন বেশ ভালো লাগে আমাদের সবার যারা এই মিডিয়া নামক শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত এক বিশেষ প্রজাতির জীব। কিন্তু আদতে রাম রাজ্যের মত সেই স্বপ্ন রাজোর কথা যেমন ভাবতে ভালো লাগে বেশ কিন্তু সেই স্বপ্ন রাজোর দেখা মেলে না কোথাও। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্য সারা বিশ্ব জুড়েই প্রতি বছরের মতো এই বছরও ৩ মে বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম ডে পালিত হচ্ছে। ধুমধাম করে নানা সেমিনার, আলোচনা হচ্ছে এই দিনে। বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম ডে হল তথ্যের প্রবাহ বজায় রাখতে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রচারে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম সংস্থাগুলির প্রচেষ্টার প্রশংসা করার একটি সুযোগ। ২০২৫ সালের ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স-এ ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ১৫১তম স্থানে। এই তালিকায় ভারত তার প্রতিবেশী দেশ নেপাল (৯০তম), মালদ্বীপ (১০৪তম), শ্রীলঙ্কা (১৩৯তম) ও বাংলাদেশ (১৪৯তম)-এর চেয়েও পিছিয়ে। তবে ভুটান (১৫২তম), পাকিস্তান (১৫৮তম), মিয়ানমার (১৬৯তম), আফগানিস্তান (১৭৫তম) ও চীন (১৭৮তম)-এর তুলনায় ভারতের অবস্থান কিছুটা ভাল।এই সূচক প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা Reporters Sans Frontières (RSF) বা Reporters Without Borders। ২০০২ সাল থেকে প্রতিবছর তারা এই সূচক প্রকাশ করে আসছে।২০২৩ সালে ভারতের অবস্থান ছিল ১৬১তম এবং ২০২৪ সালে ১৫৯তম। যদিও চলতি বছরে ভারতের অবস্থান কিছুটা উন্নত হয়েছে, তা সত্ত্বেও দেশটি এখনও "অত্যন্ত গুরুতর" অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। তারা বলেছে, ভারতে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের হাতে মিডিয়ার মালিকানা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় গণমাধ্যমের বহুধ্বনিকতা হুমকির মুখে পড়েছে।ভারত নিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের গণমাধ্যম এক "অঘোষিত জরুরি অবস্থার" মধ্যে পড়েছে। তাঁর দল বিজেপি ও দেশের প্রভাবশালী মিডিয়া পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সংস্থাটি।রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শিল্পপতি মুকেশ অম্বানি ৭০টিরও বেশি মিডিয়া হাউসের মালিক, যেগুলি কমপক্ষে ৮০০ মিলিয়ন ভারতীয় অনুসরণ করে। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর "ঘনিষ্ঠ বন্ধু"বলেও বর্ণনা করেছে RSF। ২০২২ সালে আদানি গ্রুপ NDTV অধিগ্রহণ করলে মূলধারার মিডিয়ায় বহুধ্বনিকতার অবসান ঘটে বলে মন্তব্য করা হয়েছে রিপোর্টে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা গৌতম আদানিকেও মোদীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে "গোদি মিডিয়া"-র উত্থান ঘটেছে — যেগুলি জনতাবাদ ও বিজেপিপন্থী প্রচার চালিয়ে থাকে। এই চাপ ও প্রভাবের মাধ্যমে ভারতের বহুধ্বনিক সংবাদমাধ্যম ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে।আমরা সবাই মিলে স্বপ্ন দেখব যে সত্যিই স্বাধীন ভাবে, স্বাধীন চিন্তা নিয়ে সারা দেশের, বিদেশের এই গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের শরিকরা একটু হাত পা ছড়িয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারবে কোনো রক্তচক্ষু, ভয় ছাড়াই। দেশের মাটিতে, বিদেশের মাটিতে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে মৃত্যু হবে না কোনো সাংবাদিকের। এর থেকে ভালো দিবস পালন আর কি হতে পারে বলুন। জয় বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবসের জয়।

গোয়ার মন্দিরে পদপিষ্টে ৭ পুণ্যার্থীর মৃত্যুর দায় কার? তোপ অভিষেকের

গোয়ার মন্দিরে পুণ্যার্থীদের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি গোয়ার বিজেপি সরকারের 'অপদার্থতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানালেন তিনি। অভিষেকের কথায়, ডবল ইঞ্জিন সরকারের অধীনে থাকা হাথরাস থেকে গোয়া, সর্বত্রই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। যা ডবল ইঞ্জিন সরকারের অপদার্থতার প্রমাণ। এক্স হ্যান্ডেসে অভিষেক লেখেন, 'গোয়ার শ্রীদেবী লাইরাই মন্দিরের মর্মান্তিক ঘটনায় আমি যন্ত্রণাক্লিষ্ট। প্রিয়জনহারা পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' তাঁর আরও সংযোজন, 'ডবল ইঞ্জিন সরকারশাসিত রাজ্যে হাথরাথ থেকে গোয়ার মতো একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। যা আদপে প্রশাসনিক ব্যর্থতার পরিচয়।' তৃণমূল সাংসদ দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। সঙ্গে লেখেন, 'লাগাতার সরকারের গাফিলতির জন্য জনতার প্রাণহানি মেনে নেওয়া যায় না।'

শোকপ্রকাশ করেছে তৃণমূলও। তাদের দাবি, কাদের গাফিলতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটল, যথোপযুক্ত তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

গোয়ার লাইরাই দেবীর মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত তিরিশেরও বেশি। শুক্রবার অনেক রাতে শিরগাঁওয়ে মন্দিরের বার্ষিক শোভাযাত্রা 'শ্রী লাইরাই যাত্রা'য় অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ। তখনই ঘটে যায় অঘটন।

আহতদের গোয়া মেডিক্যাল কলেজ ও উত্তর গোয়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কেন এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চন্দননগরে 'নিখোঁজ পাকিস্তানি'! ৪৫ বছর পর গ্রেফতার

কাশ্মীর সীমান্তে উত্তেজনার পারদ যখন চরমে, তখন চন্দননগরে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। গোপন নজরদারির ভিত্তিতে চন্দননগরের কুঠিরমাঠ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হলো ৬০ বছরের এক নারীকে, যিনি পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলেন সেই ১৯৮০ সালে।

আর তারপর থেকেই পুলিশের খাতায় 'নিখোঁজ'!ধৃত ওই মহিলার নাম ফতেমা বিবি, যিনি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে আসেন তাঁর বাবার সঙ্গে। এরপর ১৯৮২ সালে চন্দননগরের বাসিন্দা, এক বেকারির মালিক মুজফফর মল্লিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। তাঁদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় দুই কন্যা, যাঁরা আজ বিবাহিত।কিন্তু মূল সমস্যা শুরু হয় এখানেই।

পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতে আসার এক বছরের মধ্যেই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, এবং তারপর থেকেই বিশেষ শাখার খাতায় 'পলাতক' হিসেবে চিহ্নিত হন ফতেমা। সম্প্রতি ভারত সরকার যখন সমস্ত পাকিস্তানি

নাগরিকদের দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, তখনই ফের তল্লাশি শুরু হয়। সেই সূত্র ধরেই নজরে আসেন ফতেমা বিবি।চন্দননগরের কুঠিরমাঠ এলাকার একটি দোতলা বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদিকে পরিবারের দাবি, ফতেমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হুগলির নালিকুলের বাসিন্দা। দেশভাগের সময় কর্মসূত্রে তাঁর বাবা পাকিস্তানে চলে যান। পরে মেয়েকে নিয়ে ভারতে ফেরেন। সেই থেকেই এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ফতেমা। তাঁর স্বামীর দাবি, ফতেমার ভোটার আইডি, আধার কার্ড, এমনকি প্যান কার্ডও রয়েছে— সব ভারত সরকারের দেওয়া। তিনি চন্দননগর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার হিসেবেও নথিভুক্ত। বর্তমানে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন ফতেমা, হাঁটতে হলে

অস্ত্রোপচার দরকার। নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়।প্রশ্ন উঠছে, ৪৫ বছর ধরে যিনি এই দেশে আছেন, যাঁর সন্তানদের জন্ম এ দেশেই, তাঁর বিরুদ্ধে এখন কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? কাগজে ভারতীয়, কিন্তু খাতায় 'পলাতক পাকিস্তানি' এই বৈপরীত্যই এখন প্রশাসনের কাছে বড় ধাঁধা!

আপাতত গরম থেকে স্বস্তি রাজ্যবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি□ মে মাসের প্রথম কিছুদিন রাজ্য জুড়ে স্বস্তির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ উভয় অংশেই ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হবে। সূত্রের খবর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সোমবারও এই বৃষ্টির রেশ থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। টানা বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় ধস নামতে পারে। তাই অগ্রিম সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি, কলকাতাসহ রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় কালবৈশাখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়ের সময় রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক দিনের ঝড় বৃষ্টিতে গাছ ভেঙে পড়ে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই ঝড়ের সময় সবাইকে নিরাপদ আশ্রয় থাকতে বলা হয়েছে। আগের পূর্বাভাস অনুযায়ী সোমবার থেকেই হাওয়া বদলের সম্ভাবনা ছিল। তাপমাত্রার পারদ চড়ার কথা ছিল। কিন্তু শুক্রবার বঙ্গে প্রবেশ করেছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। ফলে আপাতত গরম থেকে নিস্তার রাজ্যবাসীর। আর্দ্রতাজনিত কারণে অস্বস্তি থাকলেও তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়বে না বলেই জানা গিয়েছে।

মাধ্যমিকের দ্বিতীয়কে রাজনীতিতে আসার আহ্বান সৌমিত্রর, উঠল প্রশ্ন

শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিকের ফল। এবারের মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রদের কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউ বিজ্ঞানী হতে চায় বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যমের কাছে। এবার মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান পাওয়া সৌম্য পালকে রাজনীতিতে আসার জন্য আহ্বান জানালেন সেখানকার বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। 'দলবদলু' বিজেপি নেতার এমন মন্তব্য সামনে আসতেই কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন তিনি। এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। তৃণমূল কংগ্রেসও তীব্র সমালোচনায় সরব হয়েছে। বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের ছাত্র সৌম্য পাল এবারের মাধ্যমিকে ৭০০-এর মধ্যে ৬৯৪ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই অসাধারণ সাফল্যের পর শনিবার শুভেচ্ছা জানাতে সৌম্যর বাড়িতে যান বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সেখানে গিয়েই বিজেপি নেতা রাজনীতিতে আসার বার্তা দেন সৌম্য পালকে।সৌম্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, "শিক্ষিত মানুষদের রাজনীতিতে আসা খুবই দরকার। আমি চাই সৌম্য যেন ভবিষ্যতে পড়াশোনা শেষ করে দেশ চালানোর জন্য রাজনীতিতে আসে।" তিনি এদিন বলেন, "আজকের ছাত্ররাই আগামিদিনে দেশ চালাবে। তাই ওদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে রাজনীতির ময়দানে।" নিজের দাবির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষিত মন্ত্রীর কথাও উল্লেখ করেন সৌমিত্র। যাঁরা রাজনীতিতে এসে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌমিত্র খাঁ বলেন, "কৃতি ছাত্ররা রাজনীতিতে এলে আমরা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের মতো ভালো নেতা পেতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমার আহ্বান তারা যেন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে দেশ গঠনে ভূমিকা নেয়।" আর সৌমিত্রের এমন আহ্বানের তীব্র বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সৌমিত্র খাঁয়ের বার্তাকে মূর্খামি এবং শিশু মনে সংঘাত তৈরি করবে বলে কটাক্ষ করেন বাঁকুড়ার জেলা তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। তাঁর কথায়,"এই সময়টা হল জীবন গড়ার প্রথম ধাপ। আগামিদিনে কৃতী ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানী হতে পারেন, গবেষণার ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন, আইপিএস বা আইএএস অফিসার হতে পারেন। এই ছোট অবস্থাতেই রাজনীতির জায়গাটা নিয়ে গিয়ে তার কৃতিত্ব ছোট করা হয়েছে।"

বাবা-ছেলে খুনে একই দিনে ধৃত ৩!

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় উত্তপ্ত হয়ছিল মুর্শিদাবাদে। সেই আবহে খুন হন বাবা-ছেলে। ওই ঘটনার তদন্তে শনিবার একযোগে তিন জায়গায় তল্লাশি চালাল পুলিশ। একই দিনে গ্রেফতার করা হল তিন জনকে। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভার জাফরাবাদের বাসিন্দা হরগোবিন্দ দাস এবং চন্দন দাস খুনে এ পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। উল্লেখ্য, আগামী সোমবারই মুর্শিদাবাদ সফর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরের দিন মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে যেতে পারেন তিনি। শুক্রবার রাত থেকে অভিযান শুরু হয়। শনিবার মোট তিন জনের গ্রেফতারির খবর দিয়েছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে নুরুল ইসলাম নামে এক জনকে পাকড়াও করা হয় ফরাক্কা থানার হাউসনগর এলাকা থেকে। তার পর হাওড়া স্টেশনে জব্বলপুর এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়ে ইকবাল নামে এক অভিযুক্তকে ধরে পুলিশ।

অমিত শাহকে চিঠি

ওড়িশায় কাজ করতে যাওয়া বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখেছিলেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। শনিবার শাহকে একই বিষয়ে চিঠি লিখলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম। শুধু ওড়িশা নয়, সামিরুলের অভিযোগ, গুজরাতেও বাংলাভাষী শ্রমিকেরা নানা ভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন, হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। ঘটনাচক্রে, গুজরাত শাহেরও রাজ্য। এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও।

সামিরুল তাঁর চিঠিতে মোট চারটি রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই তালিকায় ওড়িশা এবং গুজরাতের সঙ্গে রয়েছে দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র। চারটি রাজ্যই বিজেপি-শাসিত। সামিরুল শুধু সাংসদ নন, তিনি রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যানও। তাঁর অভিযোগ, ''এই রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী শ্রমিকেরা নানা ভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। তাঁরা ভারতীয় নাগরিক। তাঁদের কাছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ডের মতো পরিচয়পত্র রয়েছে। তার পরেও তাঁদের নানা ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।''

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু মেধাবী ছাত্রের

ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার রহড়া থানার অন্তর্গত পাতুলিয়া এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম সাগর চৌধুরী। পরিবার সূত্রে খবর, সাগর এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে। রেজাল্টের পর তাকে যথেষ্ট আনন্দিত ও স্বাভাবিক মেজাজেই দেখা যায়। কিন্তু গতকাল রাতে একটি অজানা নম্বর থেকে ফোন আসে তার কাছে। সেই ফোন রিসিভ করার পর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এদিন সকালে বাড়ির কাছেই একটি আমগাছের নিচে তার নিথর দেহ উদ্ধার হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তার কোমর থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত হাড় ভেঙে গিয়েছিল, যা সাধারণ আত্মহত্যার চিত্র নয়। ঘটনার পর এলাকা জুড়ে নেমেছে শোকের ছায়া। ইতিমধ্যেই রহড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। খুন না আত্মহত্যা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ অজানা নম্বর থেকে আসা ফোনকলটি খতিয়ে দেখছে বলেই জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, সাগরের ফোনের কল রেকর্ড, মোবাইল লোকেশন এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন, যত দ্রুত সম্ভব ঘটনার প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে আসুক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হোক।সাগর চৌধুরী পাতুলিয়া বয়েজ স্কুলের ছাত্র। মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৯৭। তিনটি সাবজেক্টে লেটার পেয়েছিলো।আজ স্কুলে রেজাল্ট আনতে যাওয়ার কথা ছিলো।

বাড়ির অদূরেই উদ্ধার যুবকের নগ্ন দেহ! চাঞ্চল্য দক্ষিণ দিনাজপুরে

বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুরের ইটাহারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন ওই যুবক। শনিবার বেলার দিকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর শরীরে কোনও জামাকাপড় ছিল না। পরিবারের দাবি, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। তাদের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শনিবার শ্রীমতী নদীর চর থেকে সুব্রত দেবনাথ নামে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর বাড়ি ইটাহারের সোনাডাঙী গ্রামে। দেহের পাশেই পড়ে ছিল যুবকের জামা-প্যান্ট। তার অদূরেই ছিল জুতো, চশমা এবং মোবাইল। স্থানীয় সূত্রে খবর, সুব্রত পেশায় এক বিমা সংস্থার এজেন্ট। তবে পাশাপাশি পড়াতেনও। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে খাওয়ার খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সুব্রত। বলে যান, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাচ্ছেন। কিন্তু রাত বাড়লেও বাড়ি ফেরেননি সুব্রত।

তাঁর মোবাইলে একাধিক বার ফোন করেও কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় চিন্তায় পড়েন পরিবারের লোকেরা।

খবর পেয়ে শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় ইটাহার থানার পুলিশ। ছিলেন এসডিপিও। সন্ধান করতে গিয়ে নদীর চর থেকে সুব্রতের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের শরীর, মাথা এবং মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ সেই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যালে পাঠায়। পরিবার এবং স্থানীয়দের দাবি, পরিকল্পনা করে সুব্রতকে খুন করা হয়েছে। তবে কী কারণে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

নেই বৈধ কাগজ, ভুয়ো পরিচয়পত্রে নদিয়ায় বাস! দেশে ফেরার আগেই গ্রেফতার সাত বাংলাদেশি

সুব্রতের বাবা শ্যামল দেবনাথ জানান, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পাড়ায় একটি গন্ডগোল হয়েছিল। সেই গন্ডগোলের জড়িয়ে পড়েছিলেন সুব্রত। শ্যামলের অনুমান, সেই কারণেও তাঁর পুত্রকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, সব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সীমান্তে দুই ভারতীয় কৃষককে অপহরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩ মে□ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে বালুরঘাটের দুই কৃষককে অপহরণের অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র দিকে। শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাটের গঙ্গারামপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অনন্তপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় অনন্তপুরে। নামানো হয় বিএসএফের বিরাট বাহিনী। ঘটনাস্থলে আসেন বিএসএফের আধিকারিক, থানার আইসি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। অপহৃত ভারতীয় কৃষকদের ফেরানোর জন্য রাতভর বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে বসে বিএসএফ। তবে অনেক চেষ্টার পরে অপহৃত দু'জনকে কাঁটাতারের এ পারে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে বিএসএফ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অপহৃত দু□জনের নাম ফিলিপ সোরেন এবং অবিনাশ টুডু। দু□জনেই ওই এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় সীমান্তে চাষের জমি রয়েছে। শুক্রবার ফিলিপ এবং অবিনাশ চাষের কাজে গিয়েছিলেন সেখানে। সেচের কাজ শেষের পর ভারতীয় সীমান্তে গাছতলায় শুয়ে ছিলেন দু□জন। অভিযোগ, সেই সময় কয়েক জন বাংলাদেশি তাঁদের মুখ বেঁধে তুলে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় সীমান্তবর্তী এলাকায়। এদিকে এই খবর পাওয়া মাত্র বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ওই এলাকায় এসে পৌঁছন। ভারতীয় কৃষকদের ফেরাতে বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে বসেন তাঁরা।

পরে জানা যায়, শুক্রবার সকালে ভারতীয়দের ধান চুরি করার অভিযোগে এনামুল হক ও মাসুদ রানা নামে দুই বাংলাদেশিকে আটক করে বিএসএফ। তারই পাল্টা হিসাবে সীমান্ত থেকে দুই ভারতীয় কৃষককে তুলে নিয়ে যায় বিজিবি। এরপর দুই ভারতীয়কে উদ্ধার করতে শুরু হয় দু'দেশের □ফ্ল্যাগ মিটিং□। অবশেষে দুই যুবককে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাঁরা সুস্থ আছেন বলেই খবর। পাশাপাশি দুই বাংলাদেশিকে ছেড়ে দিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। গঙ্গারামপুর ব্লকের অনন্তপুর সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অত্যাচার এই প্রথম নয়। এ পারের কৃষকদের চাষ করা ধান, পাট আগেও কেটে নিয়েছে তাঁরা।'

জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে পাসপোর্ট বানানোর ছক, গ্রেফতার কলকাতার বাসিন্দা

জাল পাসপোর্টের বাড়বাড়ন্তের আবহেই এবার জন্মের শংসাপত্রের ভুয়ো নথি জমা দিতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও কলকাতার বাসিন্দা। পাসপোর্ট বানানোর ছক তো বানচাল হয়েইছে, সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন অভিযুক্ত।

জানা গিয়েছে, ধৃত আফতাব আলম কলকাতার রাজাবাগানের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, মালদহের মানিকচক গ্রাম থেকে জন্মের শংসাপত্র বানিয়েছিলেন তিনি। সেই নথি জমা দিয়ে পাসপোর্ট বানাতে গিয়েছিলেন তিনি।

আবেদনের পর যখন নথি পরীক্ষা করে দেখা হয়, তখনই ধরা পরে সার্টিফিকেটটি ভুয়ো। এরপরই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। পুলিশ জানিয়েছে, আফতাব আসলে কোথাকার বাসিন্দা, কী কারণে তিনি ভুয়ো শংসাপত্র জমা দিয়ে পাসপোর্ট বানাতে গিয়েছিলেন, সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাল পাসপোর্ট বা ভুয়ো নথি দিয়ে পাসপোর্ট বানানোর ঘটনা নতুন নয়। ১৪ দিন আগেও কলকাতার উপকণ্ঠে, বিরাটি এলাকার একটি বাড়ি থেকে আজাদ মল্লিককে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

সেখান থেকেই উদ্ধার হয় একাধিক জাল নথি। ভারতীয় পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে পাসপোর্ট তৈরির নানা কাগজপত্রের হদিস মেলে তাঁর ঘর থেকে।

পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি— তীব্র গরমের মধ্যে চলছিল প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। এক দল পড়ুয়া সেই পরীক্ষা দিচ্ছিলেন, আরেক দল বারান্দায় দমবন্ধ করা পরিবেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দমবন্ধ পরিবেশে অপেক্ষা করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন একাধিক পরীক্ষার্থী। শিয়ালদহ সংলগ্ন মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথি কলেজের ঘটনা। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, দমবন্ধ পরিবেশের জেরেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে সেই বিষয়টি মানতে নারাজ কলেজ। কলেজ কর্তৃপক্ষের পাল্টা যুক্তি, পরীক্ষার টেনশন থেকেই কয়েকজন পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

পরীক্ষার্থীদের দাবি, ছোট্ট ওই বারান্দায় মাত্র একটি সিলিং ফ্যান ছিল। কোনও জানলা বা ভেন্টিলেশন ছিল না। ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৭ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট সেই জায়গায় ৫০-এরও বেশি পড়ুয়া গাদাগাদি করে অপেক্ষা করতে থাকেন। একে একে পাঁচ জন পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। চোখে মুখে জল দেওয়ার পর একজন সুস্থ হলেও বাকি চারজন ক্রমাগত বমি করতে থাকেন। এদের মধ্যে দু□জন অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এর জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অন্য পরীক্ষার্থীরা। খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন কলেজের প্রতিনিধিরা। পরীক্ষকদের সঙ্গে একাংশ পরীক্ষার্থীর কথা কাটাকাটিও শুরু হয়। গরমের মধ্যে রোদে কেন প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা বা কী কারণে অপেক্ষমান পরীক্ষার্থীদের জন্য বসার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হল না, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষর অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পাল্টা তাদের দাবি, গরমের জন্য নয়, টেনশন থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কয়েকজন পরীক্ষার্থী।

জোকা-মাঝেরহাট মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! ছুটবে ২০ জোড়া ট্রেন

আগে সারাদিনে চলত ৯ জোড়া অর্থাৎ ১৮টি ট্রেন। এবার থেকে তা বেড়ে হচ্ছে ২০ জোড়া! আগামী সোমবার থেকে এই অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা পাবেন জোকা-মাঝেরহাট মেট্রো (□□□□-□□□□□□□□□ □□□□□) রুটের যাত্রীরা। সেই সূত্রে দুটি ট্রেনের মাঝের সময়ের ব্যবধানও কমছে। আগে ৫০ মিনিট অন্তর সংশ্লিষ্ট রুটে ছুটত মেট্রো। এবার ২২ মিনিট অন্তর চলবে ট্রেন।

মেট্রো রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের দাবি মেনেই অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এতদিন সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিটে পাওয়া যেত দিনের প্রথম মেট্রো। সোমবার থেকে দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ৮টা ২৭ মিনিট। একইভাবে দুপুর ৩টে ৩৫ মিনিটের বদলে দুপুরে শেষ মেট্রোটি ছাড়বে ৩টে ২৮

মিনিটে। তবে আগের মতোই শনি এবং রবিবার পার্পল লাইনে (জোকা-মাঝেরহাট মেট্রো রুটে) যাত্রী পরিষেবা বন্ধই থাকবে।

এদিকে এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদহ রুটে মেট্রো চলাচল এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশের লাইন পরিদর্শন করেছেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)। এই রুট চালু হলে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সম্পূর্ণ রুট অর্থাৎহাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত চলবে ট্রেন।

দুলাল খুনে ধৃত তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতার কার্যালয় ভেঙে দিল রেল

ইংরেজবাজারের তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকার খুনে অন্যতম অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির কার্যালয় ভেঙে দিল রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের জায়গা দখল করে কার্যালয় তৈরি করেছিলেন তিনি। নরেন্দ্রনাথের ভাইয়ের পরিচালিত ক্লাবও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার ইংরেজবাজার থানার পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতার কার্যালয়।

নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি বর্তমানে জেলে রয়েছেন। তৃণমূল থেকে আগেই বহিষ্কার করা হয়েছে তাঁকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কাউন্সিলর থাকাকালীন ওই কার্যালয় থেকে পুরসভার কাজকর্ম পরিচালনা করতেন নরেন্দ্র। পরে ওই কার্যালয় থেকে দলের কাজ করতেন তিনি। দুলাল খুনের পর নরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হতেই ওই এলাকার কয়েক জন সংশ্লিষ্ট বেআইনি নির্মাণটি ভাঙার জন্য রেলের কাছে আবেদন জানান। শনিবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের কলতলিয়া এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে রেল।

প্রথমেই নরেন্দ্রনাথের ভাইয়ের পরিচালিত ক্লাব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় তারা। এরপর নরেন্দ্রনাথের কার্যালয়ও ভেঙে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গুলি করে খুন করা হয় ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি দুলাল সরকারকে। এই ঘটনায় মালদহ টাউনের তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি-সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সম্প্রতি মালদহ আদালতে জামিনের আবেদন জানান নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি। আদালত অবশ্য সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

ইটাহারে নদীর ধারে মিলল তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত দেহ

সাতসকালে তৃণমূল কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের। শনিবার সকালে শ্রীমতি নদীর ধারে ওই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃতের নাম সুব্রত দেবনাথ ওরফে বাপন (৩০)। তিনি পেশায় গৃহশিক্ষক এবং জীবনবিমার এজেন্ট ছিলেন। এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। খুনের অভিযোগ তুলেছে পরিবারের লোকজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বাড়িতেই ছিলেন ওই যুবক। তখন কেউ তাঁকে ফোন করেন। সেই ফোন পেয়েই তিনি বেরিয়ে যান। অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও না ফেরায় বাড়ির লোকজন সুব্রতকে ফোন করেন। কিন্তু মোবাইল ফোনেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। রাতে বেরিয়ে বাড়ির লোকজন আশপাশে তাঁর খোঁজও করেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। শনিবার সকালে বাড়ির অদূরে শ্রীমতি নদীর ধারে সুব্রতর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

খবর পেয়ে ইটাহার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভারী বস্তু দিয়ে তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। দেহের একাধিক জায়গা থেঁতলে গিয়েছে। থানায় পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ওই যুবককে কে ফোন করেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

মৃতের ভাইপো অরিজিৎ দেবনাথ বলেন, 'শুক্রবার রাতে ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কাকা। তারপর শনিবার থেঁতলে যাওয়া দেহ মেলে। কাকাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।' জয়হাটি পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকউদ্দিন বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

বাঁশ-বোঝাই কন্টেনারে পাচার বিদেশি সিগারেট

নিজস্ব প্রতিনিধি— বাঁশ ভর্তি কন্টেনার দেখে বোঝার উপায় নেই যে এর আড়ালে রয়েছে লক্ষাধিক টাকার দ্রব্য। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট ডিটেকটিভ ইউনিট বাঁশ ভর্তি কন্টেনারের তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করেছে। এই ঘটনা নতুন নয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই জলপাইগুড়ি হয়ে বিদেশি সিগারেট পাচার করা হচ্ছিল। এখনও পর্যন্ত আনুমানিক ১ কোটি টাকার বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্র মারফত জেলার বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে খবর আসে, জলপাইগুড়ির জাতীয় সড়ক দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশি সিগারেট পাচার হতে চলেছে। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল এই গোয়েন্দা বিভাগ। তাঁরা কড়া নজর রেখেছিলেন জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়া মালবাহী গাড়ি ও কন্টেনারগুলির উপর। সেই সময়েই তাঁরা বাঁশ বোঝাই একটি কন্টেনারকে আটক করে। প্রথম দেখায় বোঝার উপায় ছিল না যে এর আড়ালেই রয়েছে বিদেশি সিগারেট। ভালো করে তল্লাশি চালিয়ে চালকের আসনের পিছনে থাকা একটি গুপ্ত চেম্বার থেকে ৫৪ কার্টন বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় মহম্মদ আসিফ ও শাকিল খান নামের দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রের খবর, এই দুজন উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ ও রামপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা এই বিদেশি সিগারেট অসমের গুয়াহাটি থেকে উত্তরাখণ্ডে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা! ওয়াকফ ইস্যুতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আসছে 'বিশেষ প্যাকেজ'?

ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও—বিশেষত সেইসব পরিবারগুলোর মধ্যে, যারা ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা ঘিরে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি অনুযায়ী, ৫ মে তিনি উপস্থিত থাকবেন সুতি বিধানসভা কেন্দ্রের ছাপঘাটি ময়দানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে। তবে এই সফরের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে ৬ মে, যেদিন তিনি পা রাখবেন শামসেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুর মহকুমার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোয়। সেখানেই তিনি প্রত্যক্ষ করবেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং সরাসরি কথা বলবেন আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে উত্তপ্ত ছিল মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে একাধিক দোকান, বসতবাড়ি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও আগুনে পুড়ে যায়। যদিও পরিস্থিতি এখন শান্ত, তবুও সেই সময়কার ক্ষতির দাগ এখনও জ্বলজ্বল করছে অনেক পরিবারে।জঙ্গিপুর মহকুমার এক মিষ্টি ব্যবসায়ী দয়ারাম ঘোষ জানান,"আমার দোকানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। কিছু সিমেন্ট, কিছু রড পেয়ে কী হবে? পূর্ণ ক্ষতিপূরণ না পেলে ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব।" আরও এক বাসিন্দা বলেন, "সরকার সামান্য কিছু দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা দিয়ে না ঘর বাঁধা যায়, না ব্যবসা শুরু করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী যদি সরাসরি

এলাকা দেখে যান, তবে আশা করছি সত্যিকারের সাহায্য আসবে।"জেলা প্রশাসনের তরফে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। ছাপঘাটি ময়দানে প্রশাসনিক বৈঠকের জন্য মঞ্চ তৈরি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ—সবকিছুর পরিকল্পনা চূড়ান্ত।

পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিষ্কার, মেরামত এবং জনসংযোগের কাজও চলছে পুরোদমে।সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই পরিস্থিতি দেখে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারেন, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার ও পরিবারগুলি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পান এবং পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর শুধু মানবিক সহানুভূতির প্রকাশ নয়, একইসঙ্গে এটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'আইনশৃঙ্খলা ও পুনর্বাসনের দায়বদ্ধতার বার্তা'। মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রকৃত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করেন, তবে তা হবে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা—নাগরিকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার।ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এখন একটাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন,মুখ্যমন্ত্রী কী ঘোষণা করবেন 'বিশেষ পুনর্বাসন প্যাকেজ'? জেলাজুড়ে এখন সেই আলোচনা চরমে। সব কিছুর চোখ এখন ছাপঘাটি ময়দানের দিকে, সেখান থেকেই হয়তো বদলে যাবে বহু পরিবারের ভাগ্য।

অর্জুন সিংয়ের জামাইকে তলব করল সিআইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভাটপাড়া নৈহাটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে দুর্নীতি মামলায় বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের জামাইকে তলব করল সিআইডি। আগামী ৫ মে তাঁকে ভবানীভবনে তলব করা হয়েছে। সিআইডির তলবে বিজেপি নেতার জামাই সাড়া দেবেন কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, অর্জুনের জামাইয়ের অ্যাকাউন্টে দুর্নীতির টাকা ঢুকেছে বলে তথ্য পেয়েছেন সিআইডির অফিসাররা। তবে এই তলবের পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন অর্জুন সিং।

প্রসঙ্গত, ২৬ মার্চ জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছিল। সেই সময় ওখানে যান অর্জুন সিং। অর্জুনের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালায়। পাল্টা ধাওয়া করেন তাঁরাও। তাতেই চম্পট দিতে গিয়ে জখম হন এক যুবক। সেই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অর্জুন সিংকে তলব করে ব্যারাকপুর পুলিশ। তবে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ সাড়া দেননি। পরে ভাটপাড়ার মজদুর ভবনে গিয়ে অর্জুনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশকর্তারা। এরপর ব্যক্তিগত কাজে অর্জুন সিং ভিনরাজ্যে চলে যান। ব্যারাকপুর আদালত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অর্জুন সিং। সেখান থেকে রক্ষাকবচ পান তিনি। এরপর থেকে বেশ কয়েকবার তলব করা হয়েছে বিজেপি নেতাকে।

বিচারপতি ও প্রবীণ আইনজীবী হেনস্থায় তদন্তে পুলিশ কমিশনার!

নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের কলকাতা হাইকোর্টের অন্দরে ঘটে গেল অভূতপূর্ব এক ঘটনা। আদালতের মর্যাদা, বিচারপতির সম্মান, আইনজীবীদের নিরাপত্তা—সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল উত্তপ্ত এক পরিস্থিতি। সুপার নিউমারারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসেই ঘটে যায় হেনস্থার ঘটনা। অভিযোগ, একাংশ চাকরিপ্রার্থী বিচারপতি এবং প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য-সহ একাধিক আইনি পেশাজীবীর সঙ্গে অসংবৃত আচরণ করে। এই ঘটনার তীব্রতা এতটাই যে প্রধান বিচারপতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং তিন বিচারপতির একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়। বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি হরিশ টন্ডন ও

বিচারপতি রাজশ্রী ভারতী। বিশেষ বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, এটা শুধু একটি আদালত চত্বরে অপ্রীতিকর ঘটনা নয়, এটি আদালতের গরিমাকে চ্যালেঞ্জ করার স্পষ্ট চেষ্টা। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বেঞ্চের মত, এই ঘটনা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে, এবং এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ।ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে বেঞ্চ কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে তদন্তের নির্দেশ দেয়। হেনস্থায় অভিযুক্ত কুণাল ঘোষ, রাজু দাস-সহ মোট *১৫ জনকে পাঠানো হবে আইনি নোটিস। সেই নোটিস যথাযথভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে। তদন্ত যাতে যথাযথভাবে পরিচালিত হয়, তার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। আইনি মহলে প্রশ্ন উঠছে—বিচারপতিরা যদি আদালতের মধ্যেই সুরক্ষিত না থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার কোথায় নিরাপদ?প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, "আদালত অবমাননার অভিযোগে রুল জারি করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং গুরুতর অপরাধ। আইনানুগ পদক্ষেপের মাধ্যমেই এর মোকাবিলা করা হবে।"

এই ঘটনার জেরে রাজ্য রাজনীতি থেকে আইনপেশা—সব মহলেই ব্যাপক আলোড়ন। হাইকোর্টের কড়া পদক্ষেপ জানিয়ে দিল, ন্যায়বিচারের মন্দিরে বিশৃঙ্খলার কোনও জায়গা নেই। বিচারপতি ও আইনজীবীদের অসম্মান মানে আদালতের কাঠামোকেই আঘাত। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? তদন্তে কী উঠে আসবে? অভিযুক্তরা কী সাজার মুখে পড়বেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে এখন চোখ হাইকোর্টে এবং পুলিশ কমিশনারের তদন্ত রিপোর্টে।

মেদিনীপুরের সুপার মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড

সাতসকালে অগ্নিকাণ্ড মেদিনীপুরে। শহরের একটি বহুতলে থাকা সুপার মার্কেটে শনিবার সকালে আগুন লেগে যায়। প্রথমে দোকানের কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন তাঁরা। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা যাচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এসিতে আগুন লাগে। সেখান থেকেই দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ বহুতলের ওই সুপার মার্কেট থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এর ফলে বহুতলের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। অনেকে ভয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে বাইরে চলে আসেন। বাজারের কর্মীরা আগুন নেভাতে পারেননি। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ পানিগ্রাহী এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সৌরভ বসু।

সৌরভ বলেন, 'যে এলাকায় আগুন ধরেছে, সেটি দু'টি ওয়ার্ডের সংলগ্ন জায়গা। তাই আমরা দুই কাউন্সিলরই এসেছি। দমকলকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তার আগে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং সুপার মার্কেটের কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। পরে দমকলের কর্মীরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন।'

এদিকে আগুন লাগানোর পরই নড়েচড়ে বসে মেদিনীপুর পুরসভা। শহরের সমস্ত শপিং মলগুলিতে অভিযান চালান পুরপ্রধান সৌমেন খান, বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর সহ পুরসভার বিদ্যুৎ ও দমকল বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা।

পুরপ্রধান বলেন, 'প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই শপিং মলগুলিতে আসেন। যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই কারণেই আগেভাগে খতিয়ে দেখা হচ্ছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

যাদের দমকলের লাইসেন্স নেই, তাদের সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে লাইসেন্স জোগাড় না করলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

পানীয় জলের দাবি,বিশ্বভারতীর উপাচার্যের আবাসের সামনে ছাত্র বিক্ষোভ

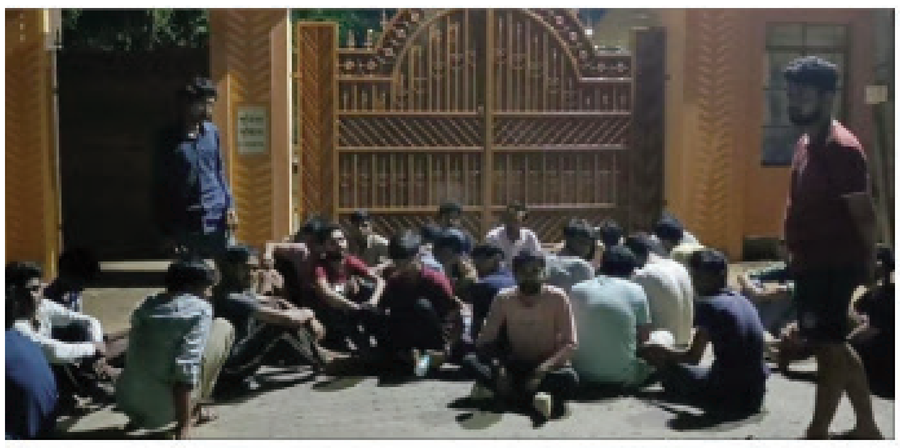

ফের উপাচার্যের সরকারি আবাসের সামনে ধর্না অবস্থান বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের। শুক্রবার মাঝরাতে পানীয় জলের দাবিতে বিশ্বভারতীর উপাচার্য-র আবাস পূর্বিতা-র সামনে রাতভর অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখান সিনিয়র বয়েজ হোস্টেলের পড়ুয়ারা। গত তিন-চার মাস ধরে হস্টেলে পানীয় জলের পরিষেবা ঠিক নেই। বারবার পানীয় জলের সমস্যার কথা হস্টেল ওয়ার্ডেন ও প্রান্তিককে জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাতে পানীয় জলের সমস্যা চরমে ওঠে। তারপরেই গভীর রাতে উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষের সরকারি আবাস পূর্বিতার সামনে অবস্থান করে পানীয় জলের সুব্যবস্থার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান হোস্টেলে পড়ুয়ারা। রাতভর চলে এই অবস্থান ও বিক্ষোভ। কিছুদিন আগেও বিদ্যাভবন বয়েজ হোস্টেলের পড়ুয়ারা পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বারবার বিশ্বভারতীর হস্টেলগুলিতে পানীয় জলের অব্যবস্থা হচ্ছে কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উল্লেখযোগ্য, এই নতুন নয় বিদ্যুৎ চক্রবর্তী উপাচার্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা লাগাতার অবস্থান ও ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছিল উপাচার্যের বাড়ির সামনে। পরবর্তীকালে পুলিশ দিয়ে ছাত্রদের সেই অবস্থান মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয় এবং জোর করে পড়ুয়াদের অবস্থান থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছয় যে নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রহরায় বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসের মধ্যে প্রাক্তন উপাচার্যকে চলাফেরা করতে হয়েছিল। এবার ফের উপাচার্যের বাড়ির সামনে ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় অস্বস্তিতে বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক মহল।

জাপানের আর্কাইভে রয়েছে নেতাজির নানা অজানা তথ্য! দাবি নেতাজি সংগ্রাহকের

দিব্যেন্দু মজুমদার, হুগলি

নেতাজি সম্পর্কিত অনেক অজানা গোপন তথ্য জাপানের আর্কাইভে সযত্নে সংরক্ষিত করা আছে বলে দাবি করলেন চন্দননগর রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কর্ণধার কল্যাণ চক্রবর্তী। বিশেষ করে গদর মুভমেন্টের বেশ কিছু ফাইল এখনো ওই আর্কাইভে রাখা রয়েছে বলে তার দাবি। স্বাধীনতার আগে ভারতে পাঞ্জাবীদের দ্বারা গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনকে মজবুত করার জন্য। আর এই দলের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু।২০১৫ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক মিজুকামী ভারতের পাঞ্জাবে একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কল্যাণ বাবু দাবি করেন তিন দিন ব্যাপী সেই সেমিনারে মিজুকামী বেশ কিছু উর্দু ফাইলের উল্লেখ করেছিলেন। সেখানে তিনি ভারতীয় গবেষকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন যে তারা যেন জাপানে এসে সেই গদর আন্দোলন সম্পর্কিত উর্দু ফাইলগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্যগুলি থেকেই গদর আন্দোলনের অনেক অজানা ইতিহাস জানা যাবে যা ভারতবাসীরা জানেন না। তবে এরপরও সেই ফাইলগুলি এখনো ভারতবাসীর সামনে আসে নি। তাই কল্যাণবাবু বর্তমানে নিজস্ব প্রচেষ্টায় জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই ফাইলগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় ১৯৪৩ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন আন্দামানে গিয়েছিলেন তখন তার ছায়া সঙ্গী ছিলেন মুস্তাক আলী। মুস্তাক আলীর কাজ ছিল জাপানের সমস্ত খবরাখবর নেতাজির কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই মুস্তাক আলী নেতাজিকে আন্দামানের সেলুলার জেলের সিক্সথ উইং ঘুরে দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কারণ সেখানেই বন্দি ছিলেন ভারতের দিওয়ান সিং। সেলুলার জেলে ওই ভারতীয় বন্দীর মুখ থেকে অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচারের কাহিনী যাতে জানতে পারেন তার জন্যই ওই উইং ঘুরে দেখতে বলেছিলেন। কিন্তু সেদিন সেলুলার জেলে নেতাজিকে বন্দী দিওয়ান সিং এর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় নি। এরপর আন্দামান থেকে নেতাজি সরাসরি সিঙ্গাপুরে চলে যান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য সেই সময় তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুর অধ্যাপক হাফিজ বরকতুল্লাহ। ওই অধ্যাপকের জন্মস্থান ভারতবর্ষে। তিনি তার নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সকল বহু তথ্যই জাপানের আর্কাইভে এখনো সংরক্ষিত রয়েছে বলে দাবি কল্যাণবাবুর। সেই সময় জাপানে রাসবিহারী বসু বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে গোপন বৈঠক করতেন সেই সব সংরক্ষিত করা আছে। সেখানে রাসবিহারী বসুর নিজের হাতে লিখে যে মিটিং ডাকতেন সেই রকম অনেক চিঠি এখনো রয়েছে। ইতিমধ্যে কল্যাণবাবু বেশ কয়েকবার জাপান গিয়েছিলেন এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য। ২০২৪-এর মে মাসে ফের তিনি জাপান যান। সেখানে জাপানের টোকিওতে দাইতো বুনকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইশিদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তার কাছ থেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সম্পর্কিত বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা আগামী দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসকে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী করবে বলে আশা করা যায়। কল্যাণ বাবুর আবেদন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল ইতিহাস জানার জন্য সরকার যদি এগিয়ে আসে তাহলে রাসবিহারী ও নেতাজির সম্পর্কে অনেক অজানা ইতিহাস প্রকাশ্যে চলে আসবে।

জাপানের আর্কাইভে রয়েছে নেতাজির নানা অজানা তথ্য দাবি নেতাজি সংগ্রাহকের

জনস্বাস্থ্য ও সরকার

বিশ্ব প্রতিষেধক দান সপ্তাহ ছিল এই বছর এপ্রিলের ২৪ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত। প্রতি বছরই এপ্রিলের শেষ সপ্তাহটিতে এই কর্মসূচি পালিত হয় মূলত টিকাকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধ সম্ভব; এমন রোগগুলির ক্ষেত্রে টিকার ব্যবহারে উৎসাহ সঞ্চারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। প্রসঙ্গত, জনস্বাস্থ্যে রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে তুলতে সফল টিকাকরণ কর্মসূচি অন্যতম হাতিয়ার। ভারতে ইতিপূর্বে পরিকল্পিত এবং নিবিড় টিকাকরণের মাধ্যমে পোলিয়োর মতো রোগকে নির্মূল করা গিয়েছে। সুতরাং, এই সাফল্যই যাতে অন্য সংক্রামক, প্রাণঘাতী, অথচ টিকাকরণের মাধ্যমে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এমন অসুখগুলির ক্ষেত্রেও বজায় থাকে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল। এই সূত্রেই এই বছর বিশ্ব প্রতিষেধক দান সপ্তাহ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নড্ডা দেশব্যাপী হাম-রুবেলা নির্মূলকরণ কর্মসূচির সূচনা করেছেন। ২০২৬ সালের মধ্যে ভারত হাম-রুবেলাকে দেশ থেকে নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির উদ্বোধনে এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শোনালেন, ১০০ শতাংশ মানুষকে প্রতিষেধক দানের আওতায় নিয়ে আসার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। জানালেন, হাম ও রুবেলা ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ দেওয়ার মাধ্যমে শিশুদের উন্নততর জীবন যাপনের সুযোগ করে দেবে এই কর্মসূচি।

হাম-রুবেলা নিয়ে এ-হেন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত শিশু এবং কিশোরদের ক্ষেত্রে রোগগুলি যথেষ্টই বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করানো না গেলে হামের মতো রোগ প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কর্মসূচির উদ্বোধনের জাঁকজমক এবং আশার বাণীও হাম-রুবেলা নিয়ে সরকারি লক্ষ্যপূরণের ব্যর্থতার অন্ধকারকে চাপা দিতে পারেনি। এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য সর্বপ্রথম কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০১৫ সালকে পাখির চোখ স্থির করেছিল। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। অতঃপর তা পিছিয়ে দেওয়া হয় ২০২০ সালে। কিন্তু অতিমারির আক্রমণে অন্য টিকাকরণ কর্মসূচিগুলি যেমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, হাম-রুবেলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

সুতরাং, নতুন করে ২০২৩ সালকে নির্দিষ্ট করা হয় রোগ নির্মূল করার সময়সীমা হিসাবে। সেই লক্ষ্যও অধরাই থেকে যায়। অতঃপর ২০২৬। ইতিমধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টারস ফর ডিজ়িজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন'-এর তথ্য অনুযায়ী, টিকাকরণ কর্মসূচি সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ভারতে ৭,২০১ জন হাম-আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছে, যা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

আজকের দিন

৪ মে- নজরকাড়া ঘটনাবলী

১৫০২ - ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার চতুর্থ সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে কোস্টারিকা আবিষ্কার করেন।
১৬২৬ - ডাচ অভিযাত্রী পিটার মিনিট (Peter Minuit) ম্যানহাটন দ্বিপে প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে পা রাখেন, যেখানে আজকের নিউ ইয়র্ক শহর অবস্থিত।
১৮০০ - কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধিবদ্ধ আইনে সম্মতি প্রদান করা হয় ।
১৮০৭ - ফ্রান্স ও ইরানের মধ্যে ফিংকেস্টাইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
১৮৮৬ - শিকাগোর হে মার্কেটে বিশাল শ্রমিক সমাবেশে মার্কিন পুলিশ নির্মম নির্যাতন চালায় এবং ৮ জন শ্রমিক নেতাকে প্রাণদণ্ড দেয়।
১৯০৪ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা খাল নির্মাণ শুরু করে।
১৯১৯ - চীনে '৪ঠা মে' আন্দোলন নামে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী বিখ্যাত গণআন্দোলনের সূচনা হয়।
১৯৪৫ - জার্মানীর ন্যাশনাল সোশালিস্ট পার্টি বা নাৎসি পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়।
১৯৫৮ - লেবাননের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্যামিলি শ্যামৌনের শাসনের বিরুদ্ধে দেশটিতে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।
১৯৭৯ - মার্গারেট থ্যাচার ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
১৯৮২ - ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে আর্জেন্টিনার সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়।
১৯৯৪ - গাজা ও জেরিকোতে স্বায়ত্তশাসন দিতে ইসরাইল এবং পিএলও'র মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জ্ঞানবৃক্ষ

আনন্দরূপ

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব। সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে। কিন্তু উপনিষদ্ এ-কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন। কোথায়?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।কোথায় প্রকাশমান?--এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? যাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে ক্ষকোথায়ক্ষ বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায়?

প্রকাশ কোন্‌খানে? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে ঊর্ধ্বে--এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই তো প্রকাশ, এ-ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর তো কোনো কারণ থাকিতেই পারে না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ-সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার। এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কই? এই যে দশদিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য। সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না।

(রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে)

ফারাক্কার ৫০ বছর ও পদ্মা সহ বাংলাদেশের নদনদীতে তার প্রভাব

আবুল কালাম আজাদ

পদ্মা নদীর উজানে ভারতের গঙ্গায় নির্মিত ফারাক্কা ব্যারাজ চালুর ৫০ বছর হলো। আন্তসীমান্ত নদীর গতিপথে এই বাঁধ বিরূপ প্রভাব ফেলেছে বাংলাদেশের পদ্মাসহ এর শাখা নদ-নদীর ওপর।

ভারতে ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গার জল সরিয়ে নেওয়ার কারণে পাঁচ দশকে বাংলাদেশের পদ্মায় চর জেগেছে, শুকিয়ে মরে গেছে পদ্মার উৎস থেকে সৃষ্ট বেশকিছু নদ-নদী। বাংলাদেশ-ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশিদিন ধরে অস্বস্তির কারণ হয়ে থেকেছে যে বিষয়টি, সেটি হচ্ছে ফারাক্কা।

এই বিতর্কিত বাঁধের কারণে বহু নদীর মৃত্যু, জীবন-জীবিকা ও জীববৈচিত্রের ক্ষতিসহ বহুমাত্রিক প্রভাব বিবেচনায় বাংলাদেশ-এমনকি ভারতের কিছু অংশেও এর জোরালো বিরোধিতা রয়েছে।

গত ৫০ বছরে ফারাক্কা ব্যারাজ বাংলাদেশের নদ-নদীতে যে বিরূপ প্রভাব রেখেছে তার বড় সাক্ষী বাংলাদেশে পদ্মা পাড়ের মানুষ। ফারাক্কা পয়েন্টে ভারত জল সরিয়ে নেওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে পদ্মায় মারাত্মক জল সংকট তৈরি হচ্ছে। এক সময়ের খরস্রোতা প্রমত্তা পদ্মার বুকে বিশাল চর জেগেছে, নদীর গতিপথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে, নদীটিই অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।

আবার বর্ষাকালে সেই ফারাক্কারই সবগুলো গেট খুলে দেওয়া হচ্ছে। এরে ফলে প্রায় প্রতিবছরই গঙ্গা ও পদ্মা অববাহিকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বন্যা ও ভাঙনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পদ্মা নদী। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান এ নদীটি উত্তরবঙ্গে রাজশাহী বিভাগ থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

নদী গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের দীর্ঘতম এ নদীর গতিপথ থেকে শুরু করে এর শাখা নদনদীর প্রবাহে মারাত্মক ক্ষতি করেছে ফারাক্কা।শুষ্ক মৌসুমে পদ্মার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দেখা যায় ধুধু বালুচর।

রিভারাইন পিপলের মহাসচিব শেখ রোকন জানান, তাদের এক গবেষণায় দেখেছেন উজানে ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগের সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী পদ্মার ৮০ শতাংশ পানির প্রবাহ কমে গেছে এখন।

পদ্মা নদী-তীরবর্তী হাকিমপুরের বাসিন্দা মোহাম্মদ সানাউল্লা ৭০ বছর ধরে দেখে আসছেন পদ্মা নদী। ফারাক্কা বাঁধের আগে-পরে পদ্মার চরিত্র এবং পানির প্রবাহ নিয়ে তার সঙ্গে কথা হয় রাজশাহীর গোদাগাড়ি ঘাটে। দুই সময়ের তুলনা করে তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, আগে অনেক স্রোত ছিল, নদী বড় ছিল। এখন তো পুরো চর।

''এখন আর তখনের বহুত ডিফারেন্স। বাঁধ ছিল না। যখন তখন জলরে খুব বেগ, ক্ষমতা আর স্রোত ছিল। এ নদীর একটা পাড়ে নৌকা ভেড়াতে চারজন লোকও ঘাবড়ে গেছে, কারণ পানির এত স্রোত ছিল। এখন তো শুধু ডাঙ্গা।''

ছোট বেলা থেকেই রাজশাহী এলাকায় পদ্মা নদীতে মাছ শিকার করেন মোহাম্মদ রাব্বির হোসেন। পদ্মা নদীতে তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় নদীর পানি কমে যাওয়ায় মাছও অনেক কমে গেছে।

অতীতে তারা যেসব মাছ পেতেন, এখন আর সে ধরনের মাছ নদীতে ধরা পড়ে না। বর্ষা মৌসুমে কিছু মাছ ধরা পড়লেও বছরের অন্যান্য সময় বড় বড় মাছ এখন নদীতে মিলছে না। অনেকে মাছ ধরা পেশা ছেড়ে দিয়েছেন বলেও জানান রাব্বির হোসেন।

প্রায় ৩৫ বছর নদীতে থাকার অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে মি. হোসেন বলেন, ''পদ্মার অনেক শাখা নদীও গত ৫০ বছরে শুকিয়ে গেছে। আগে পদ্মা কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত ছিল। শুষ্ক মৌসুমে এখন অনেক যায়গায় সরু খালের মতো জলের প্রবাহিত হচ্ছে।''

''চর পড়ে নদীর কন্ডিশন খারাপ। নদী আগে অনেক বড় ছিল। বড় বড় ডিঙি নৌকায় মাল নিয়ে যাইতো। যেমন চাঁপাইনবাবগঞ্জ থাইকা ঢাকা যাইতো মাল নিয়ে; আপনার আম, সবজি-তরকারি লিয়া ঢাকা যাইতো, আমার বয়সে আমি দেখেছি। সেরকম এখন যায় নাতো আর।''

পদ্মা নদী শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে রাব্বির হোসেন আশপাশের বেশকটি শাখা নদী মরে যেতে দেখেছেন বলেও উল্লেখ করেন। ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবে পদ্মার বেশ কিছু শাখা নদ-নদী শুকিয়ে গেছে। পানি প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সবগুলো শাখা নদীর।

জল সংকটের কারণে পদ্মার যে শাখা নদীগুলো ক্ষতিগ্রস্ত তার একটি বড়াল। রাজশাহী থেকে ভাটিতে চারঘাটে বড়াল নদীর উৎসমুখ। সরেজমিনে গিয়ে বড়ালের উৎসমুখে দেখা যায় বিশাল চর জেগেছে, সেখানে জলরে প্রবাহ নেই। বড়ালের দুই পাশে চর পড়ে উঁচু হয়ে গেছে। মাঝখানে সরু নালার মতো।

পদ্মা থেকে রাজশাহী, নাটোর হয়ে বড়াল নদীর গতিপথ যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ নদীর জীবন মৃত্যুর সাক্ষী চারঘাট এলাকার শিক্ষক মোহাম্মদ রেজাউল করীম। এ নদীতে বড় বড় নৌকা চলতে দেখেছেন বলে জানান তিনি।তার বর্ণনায়, বড়ালে মালবাহী নৌযানের সঙ্গে যাত্রীবাহী নৌকাও চলাচল করতো। ঘাটের কাছাকাছি নিজের বয়স উল্লেখ করে মি. করীম বলেন, কলেজ জীবনে বড়াল নদীতে নৌকায় চলাচল করতেন তিনি। এমনকি শিক্ষকতা জীবনের শুরুতেও কলেজ থেকে বাড়িতে বড়াল নদী দিয়েই তার যাতায়াত ছিল।

''যখন কলেজে পড়ি তখন তো নদীপথে এসে কলেজ করছি। এ নদীর শুকিয়ে যাওয়ার দুটি কারণ। একটা হলো ফারাক্কার বাঁধের জন্য এ নদীতে পানি আসছে কম। নদীটা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আর আরেকটা কারণ হলো এখানে স্লুইচ গেট দিয়ে পানি এদিকে যেতে পারছে না'', নদীর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন রেজাউল করীম।

জল সংকটে পদ্মার যে শাখানদীগুলো সংকটে তার মধ্যে অন্যতম কুষ্টিয়ার গড়াই নদী অন্যতম।

অর্ধশতাব্দির বেশি সময় পদ্মা আর গড়াই নদীতে মাছ ধরে জীবন-জীবিকা চলছে নায়েব আলীর। তার মতে, পদ্মার শাখা নদী গড়াইকে এখন জীবিত বলা চলে না। এই নদীতে আগের মত মাছ নেই। চর জেগেছে। আর খনন করলেও প্রতিবছর আবার পলি পড়ে ভরাট হয়ে যায়। তিনি বলেন, ''এ নদী মরে গেছে, নদী বেঁচে নেই। খালি বর্ষাকালডায় থাকে একটু জল। বর্ষা চলে গেলে আর থাকে না।''

পদ্মায় গড়াই নদীর উৎসমুখে গিয়েও দেখা যায় বিশাল চর জেগেছে। ড্রেজার দিয়ে নদী খনন করে গড়াই নদী বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। কুষ্টিয়া জল উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশেদুর রহমান বিবিসিকে বলেন, গড়াই নদী হলো পদ্মার একমাত্র জলের উৎস। আর এই গড়াই নদী সুন্দরবন পর্যন্ত মিঠা জলের প্রধান সোর্স।

''আমাদের গড়াই নদীটায় টোটাল ৪৪ কিলোমিটার চর পড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে আমরা গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে সচল রাখছি। আর আমাদের কুষ্টিয়াতে ১১টা নদী আছে। এই নদীগুলো পদ্মা এবং গড়াই নদীর সঙ্গে লিংকআপ (যুক্ত)। এখন যদি টোট্যালি পদ্মায় জল না পাওয়া যায় তাহলে এই নদীগুলো মৃতপ্রায় হয়ে যাবে।''

নদনদীর পাশাপাশি জল উন্নয়ন বোর্ডের একটা বড় দুশ্চিন্তা গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প নিয়ে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ পদ্মার জলের ওপর নির্ভরশীল। চারটি জেলার প্রায় এক লাখ হেক্টর জমিতে সেচের জন্য ষাটের দশকে এই সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। ফারাক্কা বাঁধের কারণে জল সংকটে সেচ প্রকল্প বন্ধ রাখতে হচ্ছে বিভিন্ন সময়।

গত বছর জলের সংকটে শুষ্ক মৌসুমে জিকে সেচ প্রকল্প সেচের জল পদ্মা থেকে উত্তোলন করে সরবরাহ করতে পারেনি।পদ্মার আরও বেশ কিছু শাখা নদী ফারাক্কার প্রভাবে মৃতপ্রায় বলে উল্লেখ করেন নদী নিয়ে কাজ করা রিভারাইন পিপলের মহাসচিব শেখ রোকন।

''কপোতাক্ষ, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার এই সবগুলো নদী যেগুলো সুন্দরবনে জলপ্রবাহ নিয়ে যায় এগুলো মরে গেছে। আক্ষরিক অর্থে কার্যত মরে গেছে। আপনি কপোতাক্ষ নদের কাছে গিয়ে দেখবেন কোথাও হাঁটু পানি, কোথাও জলই নেই। যে হাঁটু জল দেখা যায় এটা বৃষ্টির জল। গঙ্গা থেকে আর আসে না'', বলেন মি. রোকন।

''ভারতে জলাঙ্গী তারপর বাংলাদেশে মাথাভাঙ্গা, কুমার, নবগঙ্গা, গড়াই এবং চন্দনা, এই সবগুলো নদী একসময় গঙ্গার মূল প্রবাহ ছিল। এই সবগুলো নদীই শাখানদীও টেকে নাই। সবগুলো মরে গেছে। ৬০ থেকে ৮০ ভাগ প্রবাহ যদি কমে যায় তাহলে সেই নদীর যে বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টার সেটা আর ঠিক থাকার কোনো কারণ নাই,'' তিনি যুক্ত করেন।

নদী গবেষকরা জানাচ্ছেন, ১৯৭৫ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর থেকেই বাংলাদেশে পদ্মা ও শাখানদীগুলোতে জল সংকট শুরু হয়েছে। রিভারাইন পিপলের শেখ রোকন পদ্মা ও এর শাখা নদনদীগুলোর বর্তমান সংকটের পেছনে ফারাক্কা ব্যারাজকে দায়ী করেন।

রবিবারের সাক্ষাৎকার

বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা চায় না ভারত-পাক যুদ্ধ লাগুক

[ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী]

২০১৯ -এর পরে যে উন্নয়নের মুখ দেখলো কাশ্মীর, ২২ এপ্রিলের ঘটনা তার উপর একটা আঘাত। এখান থেকে আবার সেই বিশ্বাসের পুনর্নির্মাণ হবে কীভাবে?

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাকিস্তান যেভাবে বারবার ক্রসবর্ডার সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করছে, সেটা ভারতের এই মুহূর্তে একটা বড় চিন্তা। এটা তো নতুন নয়। অতীতেও, বিশেষ করে ১৯৮৫-র পর থেকে, ধারাবাহিকভাবে এটা চলছে। কোনো একটা জায়গায় পাকিস্তানকে বোঝাতে হবে যে, এটা চলবে না। আইএসআই, দেশের সামরিক বাহিনী এবং জঙ্গি সংগঠন নিয়ে পাকিস্তান একটা ত্রিভুজ তৈরি করে রেখেছে। এই আমাদের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। একই সঙ্গে আমাদের সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার উপরেও থ্রেট। আমার মনে হয় এটার একটা নির্ণায়ক মীমাংসা অবশ্যই জরুরি। সেটা সামরিকভাবে হবে, না অসামরিক উপায়ে হবে সেটাই দেখার। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের চিহ্নিত করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। সামরিক বাহিনীকে স্ট্র্যাটেজি নেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্রিহ্যান্ড দেওয়া হয়েছে। ফলে যারা এটা ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি প্রয়োজন। তবে সাধারন মানুষকে পর্যটনে ফিরিয়ে আনতে হয়ত সময় লাগবে। কিন্তু উন্নয়ন বন্ধ হতে দেওয়া যাবে না। আমি যতদূর খোঁজ নিলাম, রেলের কাজ বন্ধ হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি জম্মু থেকে বন্দেভারত ছুটবে। রেল সম্প্রসারণের কাজ চলছে। উন্নয়নের কাজ চলছে। পর্যটনকে আবার এই জায়গায় ফেরাতে হয়ত খানিকটা সময় লাগবে। সারা ভারতকে এই বার্তা দিতে হবে যে, কাশ্মীরকে জঙ্গিমুক্ত করা গেছে, আপনারা নিরাপদে বেড়াতে যেতে পারেন। এই আশ্বাসটা দিতে হবে। ভারত সরকারকেই এই সার্টিফিকেট দিতে হবে। সময় লাগলেও এই ঘোষণা সরকারকেই করতে হবে। না হলে পর্যটন গতি পাবে না। মানুষের বিশ্বাস ফেরানোর জন্যও এটা খুব জরুরি।

পর্যটকদের উপর আক্রমণ তো খুব প্রচলিত একটা চিত্র নয়। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কী ছিল বলে মনে করেন?

এর আগে পর্যটক আক্রান্ত হয়েছেন। জম্মু কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারতে হয়েছে। অমরনাথ যাত্রাতে তো অনেকবার আক্রমণ হয়েছে।

এবারের হামলার একটা ছক ছিল যেটা সামনে এসেছে। এটার কারণ ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক পরিকাঠামোতে আঘাত হানা। এটাতে যদি আঘাত হানা যায়, তাহলে দেশে অস্থিরতা তৈরি হবে। সুখের খবর হলো এত বড় ঘটনার পরেও ভারতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে বাসও করছেন। কেউ কারুর প্রতি বিদ্বেষ ছড়াননি। এবং আমি প্রত্যেক ভারতবাসীকে তার জন্যও ধন্যবাদ জানাবো। টার্গেট ছিল হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করার। পাকিস্তান সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পাহেলগাম হামলায় একটা গোয়েন্দা গাফিলতির কথা উঠে আসছে বারবার। ওই জায়গায় নিরাপত্তা রক্ষীদের না থাকার কথাটাও উঠে আসছে এই গাফিলতির কারণ কী? ২০১৯-এর পরে মোটের ওপর শান্তি ফিরেছিল কাশ্মীরে। জঙ্গি হানা কমেছে। পর্যটকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। কোথাও কি একটা শিথিলতা ছিল?

আর্টিকেল ৩৭০ তুলে দেওয়ার পর জম্মু কাশ্মীরের উন্নতি কিন্তু চোখে পড়ার মতো হয়েছিল। রাজনৈতিক এবং সামাজিক, এই দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নতি হিসেবে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ৬০ শতাংশের মতো মানুষ অংশ নিয়েছিল। আবার কাশ্মীর ভ্যালির বিধানসভা নির্বাচনেও সর্বোচ্চ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়ন খুব ভালোভাবে এগোচ্ছিল। আর একই সঙ্গে এই অঞ্চলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নও চোখে পড়ার মতো হয়েছে। যে-কোনো মাপকাঠিতেই উন্নয়ন হয়েছে। ৩৭০ উঠিয়ে দেওয়ার পর সেখানে চাকরিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সার্বিক উন্নয়নের একটা উদ্যোগ ছিল। পর্যটক সংখ্যা সাংঘাতিক বেড়েছে। সব মিলিয়ে যখন একটা ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রগতির দিকে যাচ্ছিল জম্মু কাশ্মীর। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছিল। নতুন প্রজন্মের কর্মসংস্থান হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজে নিয়মিত পঠনপাঠন চলছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যেও কনফিডেন্স তৈরি হচ্ছিল। আমার মনে হয় এই স্বাভাবিক অবস্থা যতখানি গুরুত্ব পেয়েছে জম্মু কাশ্মীরের ইমার্জেন্সি অবস্থা ততখানি পায়নি। হয়ত এই বিষয়টা আরো মাথায় রাখার সুযোগ ছিল। আরো পাঁচটা মেইনস্ট্রিম রাজ্যের মতো না ভেবে যে সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা অতীতে ছিল তা যদি আরো শক্তিশালী করা হতো তাহলে অন্তত বাইরের শক্তি এই ঘটনাটা ঘটিয়ে আসতে পারতো না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফও থেকে যে অল পার্টি মিটিং হয়েছিল সেখানেও একথা স্বীকার করা হয়েছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কোথাও একটা ছিল। সেটা ওমর আব্দুল্লার স্থানীয় প্রশাসনেও ছিল। সেটা সামরিক এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যেও ছিল। কারণ সীমান্ত অতিক্রম করে এসে, অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে, দুদিন থেকে এরকম একটা ঘটনা ঘটিয়ে গেল, সেই সময় স্থানীয় প্রশাসন কী করছিল সেই প্রশ্ন তো উঠবেই। ফলে আপনার প্রশ্নের সূত্র ধরেই আমি বলব একটা খামতি তো ছিল আর সেটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে এসেছিল।

এবার এই জঙ্গিহানার পরবর্তী সময়ের কথা যদি বলি, ভারত কতগুলি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে। দূতাবাসে প্রতিনিধির সংখ্যা সংকোচন করেছে। এছাড়াও ভিসা বাতিল হয়েছে। এই ব্যবস্থায় আমরা সবসময়েই দেখি দুদেশের সাধারণ মানুষ বিপদে পড়ছেন। এর ভবিষ্যৎ কী?

অতীতেও এরকম সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো সাময়িক ব্যবস্থা, যা মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে ভারত বোঝাতে চেয়েছে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তারা পাকিস্তানের উপর কতখানি কঠোর। টেনশন কমলে এই সিদ্ধান্ত আবার তুলে নেওয়াও হয়েছে। দুই দেশই তুলে নিয়েছে। অতীতেও একাধিকবার দুই দেশ দুই দেশের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরাও বন্ধ করেছিলাম। আবার খুলেছে। এই প্রথম ১৯৬০-এর সিন্ধু জল চুক্তি রদ করা হলো। আমি আশা করবো ভারত সরকার নিশ্চই ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা দীর্ঘমেয়াদি হবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 'তোমার প্রতিবেশী যত খারাপই হোক, তুমি তার পরিবর্তন করতে পারবে না।' অবশ্যই তাদের অন্যায় কাজের সবক শেখাতে হবে। মানুষ উপযুক্ত জবাবের অপেক্ষা করছে। তবে একই সঙ্গে ২২ এপ্রিলের পরবর্তী সময়ে যে সিদ্ধান্তগুলি (সিন্ধু জল চুক্তি রদ বাদ দিয়ে) নেওয়া হয়েছে, যাকে আমরা সফট ডিপ্লোম্যাটিক মেজার্স বলি, সেগুলো টেনশন কমলে উঠে যাবে।

চিঠিপত্র

দেশের মানুষ ও আর্থিক সামর্থ্য

'বাড়ল সাংসদের বেতন ও পেনশন' (২৫-৩) শীর্ষক সংবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা। দেশের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকেন, বিনা চিকিৎসায়, অপুষ্টিতে মারা যান। সে দেশে সাংসদদের বেতন মাসিক ১ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হল ১ লক্ষ ২৪ হাজার। ভাতা, পেনশন-সহ অন্যান্য বিষয়েও তাঁদের আর্থিক সামর্থ্য বাড়ানো হয়েছে। এমনিতেই তাঁদের জন্য বিদ্যুৎ, জল, ফোন, ইন্টারনেট 'ফ্রি'। বিমানে, সড়কে যাতায়াতের ভাড়াও সরকারের থেকে পান। ফ্ল্যাট বা বাংলো পান, নয়তো আবাসন ভাতা পেয়ে যান। এই খাতে দেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়।

স্বাধীনতার জন্য যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছেন তাঁরা কষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন। কত রাত ঘুমাননি, দিনের পর দিন অনাহারে থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারাগারে গিয়েছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন, গুলি খেয়েছেন বুকে-পিঠে। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সফল হয়নি। এত অন্ধকার পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দেশে আলো ফোটেনি। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন, বস্ত্র-বাসস্থান-কর্মসংস্থান; সব ক্ষেত্রেই হাহাকার। স্বাধীন দেশে যাঁরা মানুষের স্বপ্নপূরণের দায়িত্ব নিলেন, তাঁরা সেই স্বপ্নপূরণের পরিবর্তে নিজেদের এবং পরিবারের নিশ্চিত আরামের জীবন তৈরি করতে মন দিয়েছেন! এখন দেশসেবা হয় অর্থের বিনিময়ে। এ কিন্তু আগে ছিল না। আবার এত পারিশ্রমিক নিয়েও তাঁরা দেশের কাজ করছেন কি? সংসদে প্রায়ই নিজেদের স্বার্থেই হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, অশালীন কথাবার্তার বন্যা দেখা যায়। সেখানে সাধারণ মানুষের সমস্যা কতখানি আলোচিত হয়?

নিখিল কবিরাজ,
শ্যামপুর, হাওড়া

অনাচার চলছে

যাঁরা দেশ পরিচালনা করার দায়িত্বে আছেন সেই সাংসদদের বেতন ও নানা ভাতা সম্প্রতি এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাধারণ মানুষকে সেবা করার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে এসেছেন। নিজেদের নয়, তাঁদের সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধাই দেখার কথা। সাধারণ মানুষের চাহিদাগুলি অর্থের অভাবে যখন তাঁরা পূরণ করতে পারছেন না, তখন তাঁরা মানুষের সমস্যা ভাবার পরিবর্তে নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নিলেন বা সুযোগ-সুবিধা আগেভাগেই নিয়ে নিলেন? এটা কেমন দায়িত্ববোধ বা নৈতিকতার পরিচয়? এ জন্য কি তাঁদের নির্বাচিত করে পাঠানো হয়েছে? তাঁরা তো জনগণের সেবা করতে এসেছেন বলে প্রচার করেন। এই কি সেই সেবার নমুনা?

স্কুল পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিলের খাদ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর টাকা নেই। মিড-ডে মিল কর্মীদের ভাতা বাড়ানোর অর্থ নেই। কেরলে আশা কর্মীরা দিনের পর দিন অবস্থানে বসে আছেন বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। সারা দেশেই সরকারি প্রকল্পগুলির কর্মীরা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করছেন, তাঁদের জন্য সরকারি কোষাগারে টাকা নেই। এই সমস্ত গরিব কর্মীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ যাঁরা জনগণের সেবার জন্য নির্বাচিত তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে, এই ঘটনা কোন ইঙ্গিত করে? সরকারি কোষাগারে টাকা নেই, এ কথা যে শুধু অজুহাত এতেই তো প্রমাণিত।

ক্ষমতা থাকলে নিজেদের সুযোগ-সুবিধাটুকুই শুধু দেখতে হবে এই স্বার্থপরতা দেখিয়ে নেতারা দেশের কাছে কী দৃষ্টান্ত রাখছেন? তাঁদের দেখে সাধারণ মানুষ কী বুঝবে, কী শিখবে? কোন পথে চলবে? অন্য দিকে, কম মজুরির কর্মীরা অনুদান বাড়ানোর দাবি করলে কাজ ছাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, প্রতিবাদ বা আন্দোলন করলে তাঁদের উপর অত্যাচারের খাঁড়া নেমে আসছে। এ কেমন বিচার?

অনুরূপা দাস,
পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর

হুমায়ূন আহমেদের কল্পবিজ্ঞানের জগতের কিছু গল্প

কবিতা কর্মকার

নিজেকে বরাবরই কল্পবিজ্ঞানের ভক্ত বলে দাবি করতেন হুমায়ূন আহমেদ। রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা লালনগীতির দর্শন আর দূর মহাশূন্যের ব্ল্যাকহোলের রহস্য দু'টোই তাকে সমানভাবে টানতো। কল্পনা আর

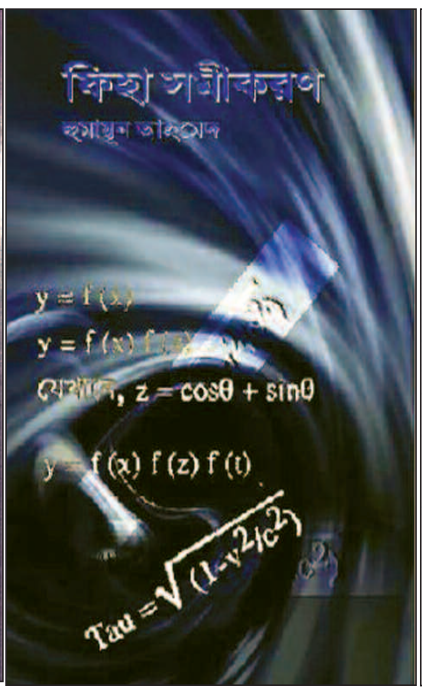

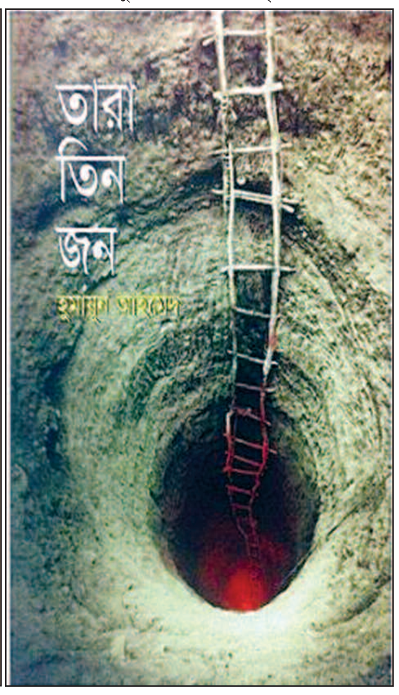

বিজ্ঞানের মিশেলে কতটা যত্ন নিয়ে এই সায়েন্স ফিকশনগুলো লেখা হয়েছে, তা পড়ামাত্রই টের পাওয়া যায়। মুনীর হাসান একবার দুঃখ করেই বলেছিলেন,

স্যার যদি স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলো লিখতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এক দশক ধরে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে পড়ার আগ্রহ ৩৩ শতাংশ কমে যেতো না।

সায়েন্স ফিকশনের গ্র্যান্ডমাস্টার আইজাক আসিমভ থেকে শুরু করে এইচ জি ওয়েলস, আর্থার সি ক্লার্ক, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, জুল ভার্ন কিংবা ফিলিপ কে ডিকের মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের উপন্যাসগুলো পড়তে আগ্রহ সৃষ্টি করার পেছনে তার অবদান অনেক।

বইটির কাহিনী শুরু হয় তিনটি প্রাণী- লী, অয়ু আর নীমকে কেন্দ্র করে। মানুষের মাপকাঠিতে তারা কিম্ভুতকিমাকার। তবে তাদের চিন্তাশক্তি দারুণ প্রখর। মহাকাশযানে চড়ে একদল অভিযাত্রী অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের এক মৃত গ্রহে তাদেরকে আবিষ্কার করে। নিজেদের গ্রহ থেকে হারিয়ে যাওয়া অসহায় প্রাণী তিনটি দেখতে কদাকার হলেও কিন্তু মানুষের শত্রু নয়। নিজেদের সমন্বিত ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা বিশ্বজগতের অনেক রহস্যই সমাধান করে ফেলেছে। নিজেদের মধ্যেও ভালোবাসার কোনো কমতি নেই তাদের।

মানুষের সাথে যোগাযোগ করে তারা নিজেদের জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু জন্মগতভাবেই হয়তো বা মানুষের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম কোনোকিছুকে মেনে নেবার ক্ষমতা মানুষের নেই। অসামান্য বুদ্ধিমান প্রাণীগুলোর কর্মকাণ্ড, মহাকাশযানের যাত্রীদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর ঐ গ্রহে একটি রহস্যজনক সভ্যতা পাওয়ার সম্ভাবনা মিলিয়ে ভিন্নধর্মী একটি কল্পকাহিনীর স্বাদ দিতে পারে উপন্যাসটি। ভিনগ্রহবাসীদের এই গল্পের আড়ালে লেখক এখানে জেনোফোবিয়া তথা জাতিবিদ্বেষের দারুণ একটি মেটাফোর উপস্থাপন করেছেন। তার সেরা কল্পকাহিনীগুলোর মধ্যে এটা শীর্ষের দিকেই থাকবে।

ভবিষ্যতের ডিস্টোপিয়ান পৃথিবী। মানুষের কাছে থেকে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে মেন্টালিস্টদের কাছে। তারা ভিনগ্রহবাসী কিংবা রোবট নয়, জেনেটিকভাবে উন্নত মানুষ। নিজেদের ডিএনএর বিশেষ গঠনের কারণে তারা যেকারো সাথে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যেকোনো মানুষের চিন্তাচেতনাকে। মানুষের স্বভাব-চরিত্র নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে অবশ্য তারা ভালোই শাসন করছে পৃথিবীকে, কোনো বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না কোথাও।

মেন্টালিস্টদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পুষে রেখেই সেই পৃথিবীতে বসবাস করছেন খ্যাতনামা গণিতবিদ ফিহা। গণিতকে অস্ত্র করে তিনি চেষ্টা করছেন মেন্টালিস্টদেরকে ঠেকানোর। তবে রহস্যজনক কোনো কারণে মেন্টালিস্টেরা তাকে কোনো বাধা দিচ্ছে না। আর বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হলেও মেন্টালিস্টদের রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা। ফিলিপ কে ডিকের 'দ্য হুডমেকার' ছোটগল্পের টেলিপ্যাথিক 'টিপ'দের মতো মেন্টালিস্টরাও নানাভাবে বৈষম্যের শিকার পর্যন্ত হচ্ছে। পরিসরে ছোট হলেও কাহিনীর মোড়ে মোড়ে চমক পাঠককে বইটি শেষ করার আগে উঠতে দেবে না। আর এত সাবলীলভাবে টাইম প্যারাডক্সের মতো একটি মাথাঘোরানো বিষয়কে ফুটিয়ে তোলা কেবলমাত্র হুমায়ূন আহমেদের পক্ষেই সম্ভব।

এটিও ভবিষ্যতের ডিস্টোপিয়ান পৃথিবীর কাহিনী। মানবসৃষ্ট এক মহাদুর্যোগে পৃথিবী প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছেন মহাজ্ঞানী কিছু মানুষ, যাদের অমরত্ব নিয়ে নানা মিথ প্রচলিত আছে। শৃঙ্খলা আনার জন্য পৃথিবীকে তিন স্তরে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম স্তরের নগরের মানুষজন নিম্নমানের জীবনযাপন করতে করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে দ্বিতীয় স্তরে যাবার। দ্বিতীয় নগরে বিলাসবহুল ব্যবস্থার মাঝেও যারা আদর্শভাবে জীবনযাপন করতে চান তাদের জন্য হলো তৃতীয় নগর, যাকে মর্ত্যের মধ্যে 'স্বর্গ' বলে বিবেচনা করা হয়। তারও উপরে আছে নিষিদ্ধ নগরী, যেখানে মহাজ্ঞানী মানুষেরা বসবাস করেন।

কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করার, কৌতূহল প্রদর্শনের কিংবা নিয়ম ভঙ্গের কোনো সুযোগ নেই। সার্বক্ষণিক নজর রেখে চলেছে মহাশক্তিশালী কম্পিউটার সিডিসির তত্ত্বাবধানে হাজারো রোবট। প্রথম নগরের বাসিন্দা ইরিনা সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যবশত সুযোগ পেয়ে যায় নিষিদ্ধ নগরীতে যাবার। সেখানে যাবার সময়ে তার সাথে পরিচয় হয় কিছুটা বিদ্রোহী এবং নির্বিকার গোছের অখুন মীরের সাথে।

একের পর এক সমস্যা সমাধান করে ইরিনাকে কিছুটা বিরক্তই করে দেয় সে। এদিকে গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্স প্রধান অরচ লীয়ন কিংবা সুপার কম্পিউটার সিডিসির উদ্দেশ্যও পরিষ্কার না। অমরত্ব লাভ করে কিংবা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও নিষিদ্ধ নগরীর মানুষেরা কি আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির কাছে অসহায়?

একজন সাধারণ মানুষকে তার বিশেষ একটি ক্ষমতার কারণে কিছুটা জোর করেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় অনিশ্চিত এক অভিযানে। মহাশূন্য গবেষণা প্রকল্প থেকে পাঠানো হাইপারডাইভ ক্ষমতাসম্পন্ন সেই মহাকাশযানে তার সঙ্গী হিসেবে আছেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ, এবং বিস্ময়কর ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি রোবট। অনেকের কাছে একে স্বপ্ন সত্য হবার মতো ব্যাপার মনে হলেও এই মানুষটির কাছে ঘটনাটি একটি অবিচার বলে মনে হয়।

কিন্তু হাইপারডাইভের মাধ্যমে অকল্পনীয় দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব হলেও একটি বিশাল সমস্যা হয়ে যায়। সময় সংকোচনের কারণে মহাকাশযাত্রীরা মহাশূন্যে যে সময় পার করে, তার বহুগুণ বেশি সময় পার হয়ে যায় পৃথিবীতে। নিজের এই দুর্ভাগ্যকে কোনোভাবেই মেনে নিতে না পারা মানুষটি তার পৃথিবীর সাদামাটা জীবনে ফিরে আসার জন্য অসাধ্য সাধন করতেও রাজি। রোমাঞ্চকর কোনো কিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না। কাছের মানুষের সাথে আরেকবার দেখা করবার জন্য সে অনেক বড় একটি ঝুঁকি নিয়ে ফেলে। হাইপারডাইভ, ব্ল্যাকহোল, টাইম লুপ আর মহাকাশযানের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক মিলিয়ে একটি নিখুঁত সায়েন্স ফিকশন।

বরকতউল্লাহ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তার একমাত্র সন্তান তিন্নির বেশ কিছু রহস্যজনক আচরণের কোনো সমাধান করতে না পেরে অবশেষে মিসির আলীর শরণাপন্ন হলেন তিনি। রহস্যপিপাসু মিসির আলী সাথে সাথেই প্রত্যন্ত এলাকার রাজকীয় সেই বাড়িতে উপস্থিত হলেন। একবার দেখা করার পরই মিসির আলী বুঝলেন, তিন্নির অতিমানবীয় ক্ষমতা সম্পর্কে একবর্ণও বাড়িয়ে বলেননি তার বাবা।

স্তারিক হোত্তাবিচ গল্পে সোভিয়েত আলিফ লায়লা

সুমিত দাশগুপ্ত

হে মহাসম্মানিত শিক্ষক, ভারত পৃথিবীর চাকতির প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থিত এবং ঊষর ও অনাবিষ্কৃত মরুভূমি দ্বারা এই প্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন, কারণ পূর্বে কোনো পশুপাখি বসবাস করে না। ভারত একটি খুবই ধনী দেশ এবং এর সম্পদ নিহিত এর স্বর্ণের মধ্যে। অন্যান্য দেশের মতো সেখানে এটি মাটি খুঁড়ে বের করা হয় না, বরং স্বর্ণবাহক ও কুকুরের সমান আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রজাতির অক্লান্ত পিঁপড়া দিনরাত এই স্বর্ণ উৎপাদন করে ভারতের উত্তরে এবং পশ্চিমে রয়েছে টাক লোকেদের দেশ। এই দেশের নারী,পুরুষ ও এমনকি শিশুরাও টাক। এই অদ্ভুত জাতি কাঁচা মাছ ও পাইন গাছের ফল খেয়ে বাঁচে। তাদের আরো কাছে একটি দেশ রয়েছে যেখানে না কিছু দেখা যায় আর না যাওয়া যায়, কারণ এটি একেবারে উপর পর্যন্ত পালক দিয়ে ভর্তি। সেখানকার মাটি ও বাতাস পালকে ভর্তি, এজন্য সেদেশে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।'

ধরুন, আপনি একজন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। ভূগোল বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। আপনাকে প্রশ্ন করা হলো, ভারত সম্পর্কে আপনি কী জানেন? উত্তরে আপনি উপরে বর্ণিত বাক্যগুচ্ছ সুন্দরভাবে শিক্ষকদের সামনে বলে দিলেন। কী ভাবছেন? পরীক্ষার সময় কেউ এরকম উদ্ভট বক্তব্য দিতে পারে না? তাই যদি ভেবে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন, তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ভ্লাদিমির কোস্তিলকভ ভারতের সম্পর্কে এই উত্তরটিই দিয়েছিল তার মৌখিক পরীক্ষার সময়। অবশ্য ঠিক বাস্তবে না, বিখ্যাত সোভিয়েত শিশুতোষ লেখক লাজার লাগিন কর্তৃক রচিত এবং ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'স্তারিক হোত্তাবিচ' বইয়ে!

১৩ বছর বয়সী ভ্লাদিমির কোস্তিলকভ (ডাক নাম 'ভোলকা') মস্কোর একটি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। বাবা,মা আর দাদীর সঙ্গে সবে একটি নতুন অ্যাপার্টমেন্টে উঠেছে। মস্কভা নদীতে গোসল করতে গিয়ে সে মাটির তৈরি একটি অদ্ভুত কারুকার্যখচিত জগ আকৃতির পাত্র খুঁজে পায়। পাত্রটির ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য থাকতে পারে, এই ভেবে সে পাত্রটিকে বাড়িতে নিয়ে যায়। নিজের কক্ষে গিয়ে সে পাত্রটির সিল খুলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আর তার মধ্য থেকে আবির্ভাব হয় এক মহাশক্তিশালী জ্বিনের, যার নাম হাসান আব্দুররহমান ইবন হোত্তাব!

হাসান আব্দুররহমান ইবন হোত্তাব, বা রুশ ভাষার নিয়ম অনুসারে, হাসান আব্দুররহমান হোত্তাবিচ, ৩,৭৩২ বছর বয়সী এক অতি প্রাচীন এবং অত্যন্ত ক্ষমতাধর জ্বিন। কয়েক হাজার বছর আগে সে এবং তার ভাই ওমর আসাফ হোত্তাবিচ বাদশাহ সুলাইমান (আ.),এর নির্দেশ মানতে অমান্য করেছিল, তাই বাদশাহ শাস্তি হিসেবে তাদেরকে দুটি পৃথক পাত্রে ভরে সেগুলো মোহরাঙ্কিত করে সমুদ্রে নিক্ষেপও করেছিলেন। ভোলকা নিজের অজান্তে তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

হোত্তাবিচ তাকে মুক্তি দেয়ার জন্য ভোলকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তার সকল নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকার করে। বিস্মিত ভোলকার অবশ্য প্রথমে হোত্তাবিচকে জ্বিন হিসেবে মানতেই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু হোত্তাবিচের অলৌকিক জাদুকরী ক্ষমতা দেখে সে নিশ্চিত হয় যে, হোত্তাবিচ আসলেই জ্বিন! সেদিন ভোলকার ভূগোলের পরীক্ষা ছিল, কিন্তু ভোলকার প্রস্তুতি ভালো ছিল না। এজন্য সে চিন্তিত ছিল। হোত্তাবিচ তাকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, ভূগোল সম্পর্কে জ্বিনদের মধ্যে তার মতো জ্ঞানী আর কেউ নেই এবং সে ভোলকাকে পরীক্ষার সময় সহায়তা করবে। আর ভোলকার শিক্ষকরা যদি তাকে ভালো নম্বর না দেয়, তাহলে সে তাদেরকে ব্যাঙ বানিয়ে দেবে!

যথারীতি ভূগোল পরীক্ষার সময় ভোলকাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ভারত সম্পর্কে। ভারতের বিষয়ে ভোলকা অনেক কিছুই জানত, কিন্তু হোত্তাবিচ তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারত সম্পর্কে তার মতো করে বলে যেতে থাকে, আর ভোলকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাদুর বশবর্তী হয়ে হোত্তাবিচের বলা বাক্যগুলোই উচ্চারণ করতে থাকে। উপরে বর্ণিত ভারত সম্পর্কিত বাক্যগুলো হোত্তাবিচেরই বলা। ভোলকার উত্তর শুনে পরীক্ষকরা হতবাক হয়ে যান। তারা ভোলকাকে বলেন যে, সে ভারত সম্পর্কে যা বলছে, সেগুলো ভারত সম্পর্কে প্রাচীন কালের মানুষের ধারণা। কিন্তু ভোলকার কণ্ঠে হোত্তাবিচ দাবি করে, এটিই একমাত্র সঠিক বিজ্ঞান।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রবন্ধ সংকলন

মোহাম্মদ আবু সাঈদ

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বিজয় অর্জনের পর বাংলাদেশের মানুষ কলকাতা থেকে সবেমাত্র ফিরতে শুরু করেছে স্বাধীন বাংলাদেশে। দেশ তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। অভাব-অনটন আর দুর্যোগের ঘনঘটা কাটতে তখনও অনেক দেরি। এমতাবস্থায় মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় একটি সংকলন সিরিজ- 'হে স্বদেশ'। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন ও সম্পাদনার কাজ করেছে মূলত বাংলাদেশ লেখক শিবির; প্রকাশনার দায়িত্ব নেন বাংলা একাডেমি।

কথা বলবো প্রবন্ধের সংকলনটি নিয়ে, যেটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সম্পাদনায় ছিলেন আহমদ ছফা এবং ফরহাদ মজহার। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞদের বলে প্রবন্ধ লেখানো, সংগ্রহ করা এবং সম্পাদনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে হলেও বাংলাদেশ লেখক শিবির তা সফলতার সাথেই করতে পেরেছিলেন, বাংলা একাডেমির আর্থিক সহযোগিতায়। সময়ের কথা বিবেচনা করলে এ সংকলন ঐতিহাসিক, সন্দেহ নেই।

এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম এই ঐতিহাসিক সংকলনের একজন সম্পাদক ফরহাদ মজহারকে। তিনি বললেন "আমি, আহমদ ছফা এবং হুমায়ুন কবির এই তিনজন মিলে বাংলাদেশ লেখক শিবির করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ব থেকেই আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও আমরা সাংগঠনিকভাবে একটিভ ছিলাম। আমাদের সাথে অন্যান্য লেখকদের একটা সুসম্পর্ক ছিল। যে কারণে লেখক শিবিরের সাথে জড়িত লেখকদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ ছিল না। যাদের লেখা সংকলনে আছে সকলেই কোনো না কোনোভাবে লেখক শিবিরের সাথে যুক্ত ছিলেন।"

লেখক শিবিরের সাথে সমকালীন লেখকদের জড়িত থাকা লেখা সংগ্রহের কাজ নিঃসন্দেহে সহজ করেছে, কিন্তু প্রকাশনা? এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির সাথে লেখক শিবিরের যোগাযোগ হয়েছিল কিভাবে? এ ব্যাপারে তিনি বলেন "যুদ্ধের সময় যেহেতু আমরা একটিভ ছিলাম, সমকালীন লেখকদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল, সবমিলিয়ে তখন আমাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আমরা বাংলা একাডেমিতে গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছি এবং তারা রাজি হয়েছেন, এতে তেমন অসুবিধা হয়নি।" তাঁর কথার সাথে মিল পাওয়া যায় বইয়ের শুরুতে একাডেমির তৎকালীন পরিচালক কবীর চৌধুরীর লেখায়

"প্রকাশনার দায়িত্ব নেবার জন্য আমাদেরকে অনুরোধ জানানো হলে পরে সানন্দ সম্মতি দিয়েছি, কারণ, বাংলাদেশ লেখক শিবির লেখক সংগ্রাম শিবিরের অগ্রগামী প্রগতিশীল তরুণদের দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন। তাঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।"

এই বইয়ের প্রচ্ছদও স্মরণীয়। প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। তিনি বইয়ের প্রচ্ছদ করতেন না কিন্তু এই বইয়েরটা কেন করলেন? ঘটনাটা শুনি ফরহাদ মজহারের কণ্ঠে "জয়নুল আবেদীনের কাছে প্রথমে ছফা গিয়েছিলো কিন্তু তিনি বললেন, আমি তো প্রচ্ছদ করি না, এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তারপর

আমি আর ছফা একসাথে গেলাম। আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল; তিনি কিভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে রংতুলি ধরেন, তুলি ধরাতে কিভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলির ব্যবহার করেন তা নিয়ে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম। তিনি এই লেখাটা খুব পছন্দ করেছিলেন। তো, আমি জানতাম তিনি অনেক কাঁথা সংগ্রহ করতেন, যেগুলোতে অনেক শৈল্পিক চিত্র থাকতো। আমি বললাম, আপনার সংগ্রহ করা কাঁথা থেকে যে কোনো একটা চিত্র নিয়ে আমাদেরকে প্রচ্ছদটা করে দেন। তিনি আর না করলেন না, করে দিলেন। এটাই আমরা বইয়ের প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করেছি। সম্ভবত, এটাই জয়নুল আবেদীনের আঁকা একমাত্র বইয়ের প্রচ্ছদ।"

এতে প্রবন্ধ আছে ১৯টি। ডক্টর এনামুল হকের মতো প্রাজ্ঞ-প্রৌঢ় থেকে শুরু করে হুমায়ুন কবিরের মতো তরুণের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের নিরিখে। অর্থাৎ, কিভাবে আমরা শুরু করতে পারি নতুন উদ্যমে, নতুন আঙ্গিকে এবং নতুন চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে; হতে পারে তা অর্থনীতি, সংস্কৃতি কিংবা শিক্ষানীতি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধের আলাপ এখানে করতে চাই, যেন পাঠক যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে এই সংকলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন।

সর্বপ্রথম প্রবন্ধটি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'বাঙলা দেশ সংস্কৃতি ও সভ্যতার লক্ষ্য'। শুরুতেই তিনি লিখেছেন, "পুরনো;অতি পুরনো হলেও, বাঙলা আজ এক নতুন দেশ। নতুন রাষ্ট্র।" এই নতুন রাষ্ট্রে নাগরিকদের জাতীয়তার পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কী হবে তা নিয়ে তিনি জরুরী আলাপ করেছেন এবং আমাদের পরিচয় চিহ্নিত করেছেন এভাবে

"১। ভূগোল, ভাষা ও মানবগোষ্ঠীতে আমরা বাঙালী।

২। রাষ্ট্রীয় জাতীয়তায় আমরা বাঙলাদেশী বাঙালী।

৩। ধর্মে আমরা হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান বাঙালী।"

এভাবে তিনটি ধাপে আমাদের প্রাথমিক পরিচয় চিহ্নিত করার পর তিনি হাজির করেছেন জরুরী নির্দেশনা "আমাদের এই যে পরিচয়, এর কোনটি আগে, আর কোনটি পরে, কোনটি প্রধান আর কোনটিই বা অপ্রধান; এ জাতীয় প্রশ্ন এখানে একান্তই অবান্তর। কেননা, এর সব কয়টি বৈশিষ্ট্য একসাথে মিলে মিশে আমরা আমরাই, আর কেউ নই।" বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার জন্মলগ্নে এনামুল হক যে প্রশ্নকে 'অবান্তর' বলেছেন আজ ৫২ বছর পরও এই 'অবান্তর' প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে বড় ধরনের কুতর্ক তৈরি হয় এবং ফল হিসেবে পাওয়া যায় নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ঘোষিত 'অবান্তর' প্রশ্নের মধ্যে অর্ধশতাধিক বছর ধরে ঘুরপাক খাওয়া থেকে বোঝা যায়, মানসিকভাবে আসলে আমরা এগিয়েছি না পিছিয়েছি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ফরহাদ মজহারের। তিনি মূলত তিনটি 'সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের আত্মোৎসর্গের সমান অমানুষিক পরিশ্রমের' কামনা করেছেন। বিষয় তিনটি হলো; ১. নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে আমাদের আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান চালানো। ২. বিজ্ঞানজাত মানসিকতা ও সুস্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবার চেষ্টা। ৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সাংগঠনিক আমূল পরিবর্তন করা এবং যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানবিক সত্ত্বা গড়ে উঠবে এবং সমাজে তার প্রতিফলন ঘটবে সেই শিক্ষার বন্দোবস্ত করা। বিশেষত শিক্ষানীতির প্রসঙ্গে যদি বলি, প্রাবন্ধিক স্বাধীনতার জন্মলগ্নে শিক্ষানীতির যে যৌক্তিক দাবিটি তুলে ধরেছেন তা আজ ৫২ বছর পরও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এর ফলে বছরের পর বছর বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে এবং হতাশাগ্রস্থ যুবকদের আত্মহত্যার খবর প্রায় প্রতিদিনই পড়তে হচ্ছে খবরের কাগজে।

শিক্ষানীতি নিয়ে ঘুরেফিরে আলোচনা এসেছে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আলোচনা করেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা কিভাবে ব্যবহার হবে তার উপর। তাঁর প্রস্তাব ছিল, ইংরেজিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আমাদেরকে বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে, সেটি হল উদ্দেশ্য। ইংরেজি শিখব নকলের নয়, সৃজনের উদ্দেশ্যে। অনুকরণের জন্য নয়, আবিষ্কারের জন্য। এই প্রস্তাবের ৫২ বছর পর নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমরা এখন ইংরেজি শিখি সৃজনের উদ্দেশ্যে নয়, নকলের উদ্দেশ্যে ; আবিষ্কারের জন্য নয়, অনুকরণের জন্য। শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি সংস্কারের জন্য ১৯৭১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে দশটি দাবী উত্থাপন হয়েছিল।

মোবাইলের এই দুনিয়ায় সঙ্গী হোক বই

কুমারেশ দাস

[ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার আগে সময় কাটানোর অন্যতম মাধ্যম ছিল বই। তখন অনেকেরই নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস ছিল। অথচ, বর্তমানে আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছি যে, বই পড়ার বিষয়টি খুব কমই চিন্তা করি।]

এ কথা খুবই পরিচিত যে, নিয়মিত বই পড়ার অনেক উপকারিতা আছে। তাই এটি নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু, নিয়মিত বই পড়ার অনেক সুবিধা আছে। এখানে তেমন কয়েকটি সুবিধার কথা তুলে ধরা হলো। যেগুলো যে কাউকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে।

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রতিদিন বই পড়লে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে এবং আরও সক্রিয় হয়। বই পড়ার উপকারিতা জানতে অসংখ্য গবেষণা হয়েছে। একটি গবেষণা অনুসারে, বই পড়ার অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো-আলঝাইমার ও ডিমেনশিয়ার মতো মানসিক রোগের প্রক্রিয়া ধীর করে। এর কারণ বই পড়লে মস্তিষ্ক উদ্দীপিত হয় এবং ব্রেন সচল থাকে। একজন মানুষকে সুস্থ থাকতে শরীরের প্রতিটি অংশের ব্যায়াম প্রয়োজন। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নিয়মিত বই পড়লে মস্তিষ্কের ব্যায়াম হয় এবং মস্তিষ্ককে স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ রাখে।

চাপ কমানোর ভালো অভ্যাস

মানসিক চাপ কমানোর দারুণ একটি উপায় নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস। সাধারণত আমরা প্রতিদিনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকি। যা আমাদের মানসিক চাপ বাড়ায়। এ থেকে মুক্তি পেতে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। তাহলে মস্তিষ্ক দুশ্চিন্তা মুক্ত হবে। যেমন- কেউ যখন একটি ভালো গল্প পড়েন, তখন তার সব মানসিক চাপ দূরে সরে যায়। একইসঙ্গে মস্তিষ্ককে শান্ত করে। আর মস্তিষ্ক শান্ত থাকলে মানসিক চাপ কমে যায়। এছাড়া, নিয়মিত বই পড়লে বিভিন্ন সমস্যার পরামর্শ বা সমাধান পাওয়া যায়।

শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি

বই পড়া কেন গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে যদি এখনো নিশ্চিত না হন, তাহলে এই বিষয়টি আপনাকে আগ্রহী করতে পারে। নিয়মিত পড়লে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। যেকোনো ধরণের বই শব্দভাণ্ডার বাড়াতে সহায়ক। আর সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার ভাষার ওপর দক্ষতা ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ায়। ভাষা দক্ষতা নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়ক। আবার প্রতিদিন বিভিন্ন বই পড়লে নতুন নতুন ভাষা শেখা যায়।

স্মৃতিশক্তি উন্নত করে

আগেই বলেছি নিয়মিত পড়া মস্তিষ্কের জন্য খুব ভালো একটি ব্যায়াম। কেউ যদি কাল্পনিক গল্পের বই পড়ে তাহলে তার মস্তিষ্ক বিভিন্ন চরিত্রের নাম এবং বিভিন্ন বিষয় মনে রাখতে বাধ্য হয়। ফলে, গল্পের প্লট বা ইতিহাস আমাদের স্মৃতিশক্তি উন্নত করে। প্রতিদিন বই পড়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, মস্তিষ্ক সুপার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর অন্যতম কারণ আমাদের মস্তিষ্কের প্রচুর তথ্য ধরে রাখার সক্ষমতা আছে। বই পড়লে এই ক্ষমতা আরও বাড়ে। তাই বই পড়ার অভ্যাস আমাদের স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করে।

চিন্তার দক্ষতা বাড়ায়

প্রতিদিন বই পড়ার আশ্চর্যজনক সুবিধাগুলোর একটি- আমাদের চিন্তার দক্ষতা উন্নত করে। রহস্য উপন্যাস পড়ার অভ্যাস চিন্তার দক্ষতা বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর চিন্তার দক্ষতা উন্নত হলে যেকোনো সমস্যা সমাধান সহজ হয়। আবার কোনো উপন্যাস পড়ার সময় আমাদের মন ভবিষ্যদ্বাণী বা অনুমান করতে বাধ্য হয়। এতে কল্পনা শক্তি বাড়ে। তাই বই পড়ার অভ্যাস মস্তিষ্ককে স্মার্ট করে ও চিন্তার দক্ষতা বাড়ায়। যা আমাদের ব্যক্তিগত ও পেশাদার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব

ফেলে।

লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি

বেশি বেশি পড়ার অভ্যাস থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তার লেখার দক্ষতা ভালো হয়। যেহেতু নিয়মিত পড়ার মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার ও কল্পনাশক্তি উন্নত হয়। তাই, একজন ভালো পাঠক একজন ভালো লেখক হয়ে ওঠেন। এখানে শুধু কল্পকাহিনী, বই, উপন্যাস লেখার কথা বলা হচ্ছে না। নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে কিছু লেখার দক্ষতাকেও উন্নত করে। তাই যত বেশি বই পড়া হবে, লেখার দক্ষতা তত উন্নত হবে।

প্রশান্তি

প্রতিদিনের কোলাহল থেকে দূরে যেতে আমরা প্রায়ই ভ্রমণ পরিকল্পনা করি। উদ্দেশ্য থাকে একাকীত্বে কিছুটা সময় কাটানো। তবে, ভ্রমণের পরিকল্পনা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। অথচ, একটি বই পড়ে একই ধরনের প্রশান্তি পাওয়া সম্ভব। যারা উচ্চ রক্তচাপ বা উদ্বেগে ভুগছেন তারা পড়ার মাধ্যমে প্রশান্তি পেতে পারেন। আর মোটিভেশনাল বা আধ্যাত্মিক বই পড়লে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

বিনোদনের মাধ্যম

আমরা সিনেমা ও গান শুনতে টাকা খরচ করি, কিন্তু কেন? বিনোদনের জন্য, তাই না? তাহলে কেন বিনোদনের জন্য বই পড়া যাবে না? জানলে হয়তো অবাক হবেন যে, আমাদের প্রিয় কিছু চলচ্চিত্র বা টিভি সিরিজ বিখ্যাত উপন্যাস বা সেগুলো অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো- বই পড়লে খরচ অনেক কম হয় এবং দীর্ঘসময়ের জন্য বিনোদন পাওয়া যায়। আমাদের আশপাশে অনেকে গ্রন্থাগার আছে। সেখানে যে কোনো বিষয়ের ওপর বই পাওয়া যায়। চাইলে সেখানে থেকে বই সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। যদি লাইব্রেরিতে যেতে না পারেন তাহলে অনলাইন প্লাটফর্মগুলোতে বিনামূল্যে অসংখ্য ই-বুক পাওয়া যায়। সেখানে থেকে বই সংগ্রহ করে সহজে বই পড়া সম্ভব।

স্বাস্থ্যগত সুবিধা থেকে শুরু করে স্মার্টনেস- বই পড়ার এমন অসংখ্য সুবিধা আছে। যেগুলো আমাদের নিয়মিত বই পড়তে উৎসাহিত করে। এছাড়া নিয়মিত বই পড়লে বিভিন্ন বিষয়ে জানার পরিধি বাড়ে। কিন্তু, বই পড়া শুরু না করলে বিষয়টি কারো কাছে বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু, একবার শুরু করলে এটা অভ্যাসে পরিণত হবে।

অসমাপ্ত প্রায়শ্চিত্ত

সুনীতা ঘোষ

যাইহোক এতদিনে একটা ভালো চাকরি পেলাম। মাস গেলে মোটা টাকার মাইনে, আবার কি চাই? বাড়ির সকলের জন্য মিষ্টি কিনতে যেইনা গেছি মিষ্টির দোকানে, তখনই দেখা অবিনাশের সঙ্গে। অবিনাশ, প্রাইমারি স্কুল থেকেই আমার বন্ধু। বেস্ট ফ্রেন্ড নয়, ক্লাসমেট বলাই চলে। যেচে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম "কিরে? কি খবর, এখানে কি করছিস?""এইতো, কাজ। কেমন আছিস বল?""ভালোই। চাকরি পেয়েছি জানিস, তাই মিষ্টি কিনতে এলাম।""বাহ্ দারুন খবর। তুই বস, আমি একটু আসছি"।

হঠাৎ করেই প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে আমায় দিয়ে অবিনাশ বললো, "এই নে"।"একি? তুই নিজেই নিয়ে এলি যে! এখানে এত লোক, আর তুই....""আসলে আমিও এখানেই কাজ করি। আজ তোর জন্য এটা আমার তরফে ট্রিট"। ভাবলাম, এখানে কাজ করে অবিনাশ! এত ভালো পড়াশোনায়,ওর একি অবস্থা!নিজেই বললাম, "তুই এখানে কাজ করছিস কেনো? চাকরির চেষ্টা করিসনি?"অবিনাশ বললো, "উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়কার ঘটনা তো জানিস, তারপর আর লেখাপড়া করা হয়নি।""তুই তো অন্য কোথাও ভর্তি হতে পারতিস,""আসলে ওই ঘটনাটার পর আর হয়ে ওঠেনি। পুরো গ্রামে আমার জন্য আমার বাবা মাকে অসম্মানিত হতে হতো,তারপর এখানে চলে এলাম সবাই মিলে;"দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল,"এখন তো বাবা নেই! আমি আর মা। সংসারের দায়িত্ব আমার ওপর"।পায়ের তলা থেকে কেমন যেনো মাটি সরে যাচ্ছে আমার। আমি কি ঠিক শুনছি? সেদিনকার টপারের আজ এই অবস্থা, কয়েকটা বছরের ব্যবধান মাত্র। এসবের জন্য তো আমিই দায়ী। একভাবে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। মনে পড়ে যাচ্ছিল কত্তো কথা।ক্লাসে ফার্স্ট হতো অবিনাশ। এমনিতে আমি খুব একটা হিংসুটে স্বভাবের নই, তবে ওই অবিনাশের জন্যই আমার আর সেকেন্ড পজিশন ছেড়ে ফার্স্ট পজিশনে যাওয়া হয়নি। হয়তো বা নিজের গাফিলতির জন্য। সেই যাই হোক, ও না থাকলে তো আমিই ফার্স্ট হতাম। প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে হাই স্কুল। সেকশন আলাদা, সেখানে অত ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে কোথাও যেন সে হারিয়ে গেল। কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট পাবলিশ হতেই দেখতাম, সবার উপরে ওর নাম, অবিনাশ চক্রবর্তী। আমারও ঈর্ষা বাড়তে লাগলো। মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হতেই তো আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো। আবারও সেই অবিনাশ টপার! মনে ভাবলাম, "এই অবিনাশের বিনাশ না করলে সারাজীবন আক্ষেপ থেকে যাবে"। ক্লাস ইলেভেনেও ওকে সর্বোচ্চ নাম্বার পেতে দেখে, মনে মনে ওকে বললাম, "এই শেষ, হয়ে নে টপার"। দেখতে দেখতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হলো। আমিও ঠিক করেই ফেলেছিলাম, কিভাবে ওকে সমূলে উৎপাটিত করা যায়। প্রথম চারটে পরীক্ষা খুব ভালোভাবেই দিতে দিলাম অবিনাশকে। শেষ পরীক্ষার দিন। একেবারে মোক্ষম চাল চেলেছি, এবার অবিনাশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরীক্ষার হলে ফোন সহ কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে যাওয়ায় কড়া বিধি নিষেধ ছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগালাম। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর, অবিনাশের পরীক্ষার খাতায় সই করতে গিয়েই ঘটলো এক কাণ্ড। হঠাৎ করেই শিক্ষিকার চোখ যায়, লো বেঞ্চে। একটা স্মার্ট ফোন! শিক্ষিকা অবিনাশকে বললেন, "একি পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছ কেনো? জানোনা এসব নিষিদ্ধ! লজ্জা করে না? খাতা জমা দিয়ে বেরিয়ে যাও এখনই।"অবিনাশ অনেক কাকুতি মিনতি করে বলে, "পরীক্ষাটা দিতে দিন ম্যাডাম! মোবাইল আমার হলেও, এটা নিয়ে আমি পরীক্ষায় বসিনি। বিশ্বাস করুন।"নাহ্, সেদিন অবিনাশের কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। ওকে বের করে দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষার হল থেকে। চোখে জল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় **ছিল না ওর। সবাই ছি ছি করেছিল। বলেছিল, "ক্লাসের** ফার্স্ট বয়, তার একি মতিভ্রম!" অবশ্য কলকাঠি আমিই নেড়েছিলাম। পরীক্ষার আগে ক্লাসে আসার জন্য ঘণ্টা পড়ার পর সবার শেষে আমি ক্লাসে ঢুকেছিলাম। অবিনাশের ব্যাগে থাকা মোবাইলটা নিয়েছিলাম সঙ্গে। ওর ঠিক পেছনের বেঞ্চেই আমার পরীক্ষার সিট পড়েছিল। ব্যাস, সুযোগ বুঝে সবার অলক্ষ্যে মোবাইলটা আমিই ওর পাশে রেখেছিলাম। আজ অবিনাশের চোখের দিকে তাকিয়ে গলা যেনো বুজে আসছে। বুকফাটা একরাশ কান্না যেনো বেরিয়ে আসতে চাইছে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যাচ্ছে আমার। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ করে অবিনাশ আমার হাত ধরতেই যেনো বাস্তবের মাটিতে ফিরলাম।"কিরে এমন স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলি কেনো? ক্রাশ ফ্রাশ খেলি নাকি!" হাসতে হাসতে বললো অবিনাশ। আমি হাসতে পারলাম না। শুধু ভাবলাম, একটা সময় অবিনাশের ক্যারিয়ারের কফিনের শেষ পেরেকটা পুঁতে ছিলাম আমিই। নিজের দোষটা ওর কাছে এখন স্বীকার করতে না পারলেও, এবার আমি ওর হাত ধরবো। বললাম, "তোকে অনেক কথা বলার আছে। পাশেই একটা ছোট্ট খেলার মাঠ আছে, ওখানে **চল।" "না রে, আমার কাজ শেষ হয়নি, এখনো একটা** ঘণ্টা। সন্ধ্যে হয়ে এলো, তুই বাড়ি যা পরের দিন কথা হবে।"" না আমি অপেক্ষা করছি তোর জন্য।"কাজ শেষ করে অবিনাশ আর আমি অনতিদূরে একটা খেলার মাঠে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুজনেই চুপচাপ।অবিনাশ বললো, "বলছি যে, তখন আমার কথাগুলো শুনে তুই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলিস তাই না? আমি এত কথা বলতে চাইনি। আসলে...."ওর মুখ বন্ধ করে দিলাম আমি নিজেই। বললাম,"তোকে একটা কথা বলে উঠতে পারিনি,আজ বলতে ইচ্ছে করছে..""কি কথা, বল""স্কুল লাইফ থেকেই না তোকে লাইক করতাম, কিন্তু কিছু বলতে পারিনি","আরে কি বলছিস এসব? পাগল নাকি, আমার মত ভবঘুরে ছেলে, আর তুই? চুপচাপ বাড়ি যা""না, যাবো না। মিষ্টির দোকানের কাজটা ছেড়ে দে অবিনাশ! তুই আবার পড়াশোনা শুরু কর। উচ্চ মাধ্যমিকটা মুক্ত বিদ্যালয় থেকে পাস করে, তারপর গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট কর প্লিজ! সাথে কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্যও পড়। আমি তোকে এভাবে দেখতে পারছি না রে" নিজের অজান্তে যে চোখ থেকে জল জল পড়ছিল, হয়তো অন্ধকারেও লক্ষ্য করেছিল অবিনাশ। চোখের জলটা **মুছিয়ে দিয়ে বললো, "তুই আমায় নিয়ে ভাবিস না,** আমি ভালো আছি।""তুই শুধু বেঁচে আছিস, ভালো নেই। বুঝতে পারছি আমি"। "বললাম না, ভালো আছি। একবার যদি জানতে পারতাম, সেদিন আমার সাথে **এই বেইমানিটা কে করেছিল**।""কি করতিস?""কিছু না। তুই আজ বাড়ি যা, কাল দেখা হবে।""কাল আমার উত্তর চাই কিন্তু"।"কিসের উত্তর?""ঐযে বললাম, তোকে আমার ভালো লাগে, তুই যদি রাজি থাকিস তাহলে....""আচ্ছা কাল দেখা হবে, সাবধানে যাস"। পরের দিন, হালকা গোলাপি সালোয়ার পরে, দুচোখে কাজল, একটা ছোট্ট কালো টিপ পরে বাড়ি থেকে বেরোলাম। রাস্তায় যেতে যেতে কিনে নিলাম লাল গোলাপের তোড়া। আজ আমায় ও নিশ্চই ফেরাতে পারবে না। সেদিন তাড়াহুড়োর মাথায় ফোন নাম্বারটা নেওয়া হয়নি ঠিকই, কিন্তু অবিনাশ ঠিক আসবে ওই খেলার মাঠে। নাহ্ আসেনি। দীর্ঘক্ষন অপেক্ষা করেছিলাম। মিষ্টির দোকানে গিয়ে খোঁজখবর নিতে জানতে পারলাম, ও গতকাল প্রাপ্য মজুরি নিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। ওর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়েও দেখি, কেউ নেই। তারপর আর ওর দেখা পাইনি।

আমি হাসতে পারলাম না। শুধু ভাবলাম, একটা সময় অবিনাশের ক্যারিয়ারের কফিনের শেষ পেরেকটা পুঁতে ছিলাম আমিই। নিজের দোষটা ওর কাছে এখন স্বীকার করতে না পারলেও, এবার আমি ওর হাত ধরবো। বললাম, "তোকে অনেক কথা বলার আছে। পাশেই একটা ছোট্ট খেলার মাঠ আছে, ওখানে চল।" "না রে, আমার কাজ শেষ হয়নি, এখনো একটা ঘণ্টা। সন্ধ্যে হয়ে এলো, তুই বাড়ি যা পরের দিন কথা হবে।"" না আমি অপেক্ষা করছি তোর জন্য।"কাজ শেষ করে অবিনাশ আর আমি অনতিদূরে একটা খেলার মাঠে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুজনেই চুপচাপ।অবিনাশ বললো, "বলছি যে, তখন আমার কথাগুলো শুনে তুই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলিস তাই না?

বিশ্বের পাঁচ রহস্যময় দরজা, যা আজও খোলা হয়নি

দরজা, শুধু একখণ্ড কাঠ বা ধাতু নয়, অনেক সময় এটি হয়ে ওঠে রহস্য, ইতিহাস ও কিংবদন্তির প্রতীক। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এমন কিছু দরজা রয়েছে, যা যুগের পর যুগ ধরে তালাবন্ধ, আর তার পেছনে লুকিয়ে আছে গা ছমছমে কাহিনি, রহস্যময় ইতিহাস ও লোকবিশ্বাস। আশ্চর্যের বিষয় হল, বিশ্বের এই পাঁচটি রহস্যময় দরজার তালিকায় ভারতেরও রয়েছে দুটি দরজা, যা আজও খোলা হয়নি।

১. চিনের টেরাকোটা সেনাবাহিনীর পাহারারত দরজা: ১৯৭৪ সালে চিনের জিংওয়া প্রদেশে এক কৃষক পরিবার পাতকুয়ো খুঁড়তে গিয়ে খুঁজে পান পোড়ামাটির মূর্তি। এরপর খননের মাধ্যমে সামনে আসে এক বিশাল টেরাকোটা সেনাবাহিনী—৮ হাজার সৈনিক, ১৩০টি রথ, ১৫০ জন ঘোড়সওয়ার ও ৫০০টি ঘোড়া। এই প্রাচীন যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে এক দরজাকে, যেটি আজও খোলা হয়নি। স্থানীয়দের বিশ্বাস, ওই দরজা খুললেই নামবে ভয়ঙ্কর অভিশাপ। সেই কুসংস্কারের প্রতি সম্মান জানিয়েই দরজাটি আজও অরক্ষিত।

২. মিশরের গিজার পিরামিডের অদৃশ্য রহস্য: বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি, গিজার পিরামিড নিয়ে বহু তত্ত্ব, কল্পনা আর বিতর্ক রয়েছে। কারও মতে এটি ভিনগ্রহের প্রাণীর তৈরি, কেউ বলেন মরুভূমির বালির নিচে লুকিয়ে আছে প্রকৃত রহস্য। সব দরজা খুলে দেখা হলেও, একটি বিশেষ দরজা আজও রয়ে গেছে বন্ধ। মিশর সরকার নিজেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছে—এই দরজা খোলা যাবে না। কেন? কেউ জানে না। কিন্তু রহস্যময়তার আহ্বান এখানে গা ছমছমে করে তোলে ইতিহাসপ্রেমীদের।

৩. তাজমহলের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা অদেখা দরজাগুলি: শাহজাহানের প্রেমের নিদর্শন, তাজমহলের মোট দরজা ১০৮৯টি। তবে এর মধ্যে বেশ কিছু দরজা আজও খোলা হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ওই দরজাগুলি খোলা হয়, তবে সেখান থেকে নির্গত কার্বন মনোঅক্সাইড মার্বেলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে গঠনগত ক্ষতি ঘটাতে পারে। আবার, লোককথা বলে, একটি দরজার পিছনে মুমতাজকে এমনভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছে, যেভাবে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। দরজা খুললেই নেমে আসতে পারে চরম অভিশাপ! এই কুসংস্কার, বিজ্ঞান ও ইতিহাস—তিনের মিশ্রণেই দরজাগুলি আজও অরক্ষিত।

৪. পদ্মনাভস্বামী মন্দিরের সপ্তম দরজা: কেরালার ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশে নির্মিত পদ্মনাভস্বামী মন্দিরকে ধনী মন্দির বলা হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মন্দিরের ৬টি গোপন কক্ষ খুলে ১ লক্ষ কোটিরও বেশি সম্পদ উদ্ধার হয়। কিন্তু সপ্তম দরজা? সেই দরজাটি আজও তালাবদ্ধ। শোনা যায়, এটি সরাসরি 'নাগদের রাজ্যে' প্রবেশের পথ। স্থানীয়দের মতে, দরজাটি খুললেই ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে। তাই এই দরজাটিও আজ অবধি রহস্যে মোড়া।

৫. কানাডার বান্ফ স্প্রিং হোটেলের ৮৭৩ নম্বর ঘর: একটি বিলাসবহুল হোটেল, যেখানে প্রতিটি ঘরেই অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়—শুধু একটি বাদে, ৮৭৩ নম্বর কক্ষ। এই ঘরে একদা এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটে—এক ব্যক্তি স্ত্রী ও শিশুকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেন।এরপর থেকেই ঘর থেকে আসে কান্নার শব্দ, ফিসফিস আওয়াজ, এমনকি কিছু অতিথি সেখানে প্রবেশের পর নিখোঁজও হয়ে গেছেন বলে অভিযোগ। হোটেল কর্তৃপক্ষও সেই ঘরের দরজা বন্ধ রাখাকেই নিরাপদ মনে করে।রহস্য আমাদের মুগ্ধ করে, চমকে দেয়, আবার ভয়ও দেখায়। কিন্তু এই পাঁচ দরজার মতো ইতিহাস, লোককথা ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ খুব কমই দেখা যায়। দরজাগুলি হয়তো একদিন খুলবে, অথবা না-ও খুলতে পারে কখনও। কিন্তু যতদিন না খোলা হচ্ছে, ততদিন মানুষের কল্পনা, গবেষণা আর চমক অব্যাহত থাকবে।

রবিবারের কাব্য

রৌদ্রদগ্ধ রাধাচূড়া

চিন্ময় ভট্টাচার্য

চৈত্রের এই দাবদাহেমগজাস্ত্রও ফুল ফোটাতে ভুলে যাচ্ছে
গ্রে ম্যাটারও পপকর্নের মতো শুকনো, খরার মতো বন্ধ্যা
তখন,চোখে সর্ষে ফুল দেখা এই রোদ্দুরে
তুই রাধাচূড়া হয়ে গাছের ডালে
হলুদ ফুলে ফুলে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ
আলোর ওপরেও ঠিকরে বেরোচ্ছে আর এক আলো
তোকে দেখে ঘামও থমকে রয়েছে কপালের কাছে
অফিস যাওয়ার পথে চমক জাগে নিত্যযাত্রীর
ভয় হয়....
এই সর্বনাশা সময়, তোকেও না পুড়িয়ে দেয়...
দোহাই, সাত দিব্যি, এত তাড়াতাড়ি ঝরে পরিস না।

..................................তিলোত্তমা ও একজন কবি

তপন মোদক

তুমি প্রতিবাদ করেছিলে-
চিৎকার করেছিলে হাজারো জনতা তোমার সঙ্গে গলা মেলায়।
প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছিল রাজপথ -
সূর্য সেই মুহূর্তে মেঘকে করেছিল আশ্রয়।
সমুদ্র পিছোতে পিছোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল অন্য প্রান্ত।
আমি জানিনা -
এভাবে সত্যি কোনও কাজ হয় কিনা!
নীরব দর্শকেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকে।
আমি পালিয়ে এসে এক টুকরো নিউজপ্রিন্টের আড়ালে
মুখ গুঁজে পড়েছিলাম পাক্কা ন' মাস
একটা অক্ষরও বেরোয়নি আমার মুখ থেকে।
এখন সব কিছু স্বাভাবিক প্রলয়ের কোনও চিহ্নও নেই কোথাও- পার্ক স্ট্রীটে
মস্তি রাতভোর রাধা গোবিন্দের মন্দিরে ভক্তের ভীড়।
এবার নিশ্চয় লেখা যায় তিলোত্তমাকে নিয়ে দু-চার লাইন।

বুরারি কাণ্ডের ছায়া

বাড়ি থেকে উদ্ধার তিন কন্যা-সহ ৪ জনের দেহ

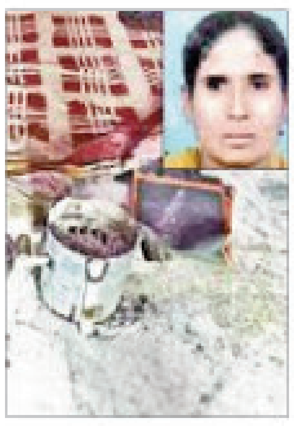

বাড়ির ভিতর পরপর ঝুলছে দেহ। ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত এলাকাবাসী। শনিবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে মুম্বইয়ের ভিয়ন্দি এলাকার ফেনে গ্রামে। জানা যাচ্ছে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তিন কন্যা-সহ আত্মঘাতী হয়েছেন মহিলা। হাড়হীম এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে দিল্লির বুরারিতে গণআত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাকে।জানা গিয়েছে, তিন কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে ফেনে গ্রামে বাস করতেন লালজি বানওয়ারিলাল ভারতী। স্ত্রী পুনিতার পাশাপাশি তিন কন্যার বয়স যথাক্রমে চার, সাত ও বারো। পুলিশের তরফে জানা যাচ্ছে, শুক্রবার নাইট শিফট ছিল লালজির। সময়মতো কাজে চলে গিয়েছিলেন তিনি। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করে বাড়ির ভিতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে বাড়ির পিছনের ছোট জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে যান লালজি। দেখা যায়, ঘরের ভিতর পরপর ঝুলছে স্ত্রী ও কন্যাদের দেহ।এই ঘটনায় প্রতিবেশীদের পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইন্দিরা গাবন্ধি উপজেলা হাসপাতালে পাঠায়। কেন ওই মহিলা কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে আত্মঘাতী হলেন, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, মহিলার স্বামী লালজি ও প্রতিবেশীদের। বাড়ির ভিতর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে অবশ্য লেখা, আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নন।যদিও এই ধরনের গণআত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা এই প্রথমবার নয়, এর আগে একই ঘটনা সাক্ষী থেকেছিল দিল্লির বুরারি। ২০১৮ সালে ১ জুলাই দিল্লির বুরারির চুন্দাওয়াত পরিবারের ১১ জন সদস্যের দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি থেকে। তাঁরা প্রত্যেকেই আত্মহত্যা করেছিল বলেই মনে করা হয়। তদন্তে পুলিশ সাইকোসিস ও শেয়ার্ড ডিলিউশন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরে। মুম্বইয়ের ফেনে গ্রামের ঘটনায় সেই রকম কিছু বিষয় আছে কি না সেই দিকও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ইমেলে শিরডি সাই বাবা মন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার আবহেই এবার শিরডি সাই বাবা মন্দিরে হামলার হুমকি। বোমা মেরে মন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। শুক্রবার সকালে এই ইমেল আসে। এরপরই মন্দিরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।জানা গিয়েছে, শুক্রবার অজ্ঞাত পরিচয় ইমেল আইডি থেকে হুমকি মেল আসে। তাতে মন্দির বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ইমেল পেতেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ছড়ায় আতঙ্কও।

মন্দিরে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। মন্দিরে আগত ভক্তদের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। সিসিটিভির উপরও নজর রাখা হচ্ছে। সন্দেহভাজন গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।ইতিমধ্যেই পুলিশ সতর্ক হয়েছে। কে, কোথা থেকে হুমকি ইমেলটি পাঠিয়েছে, তার উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে ইমেলে আর কী লেখা ছিল, তা জানাতে নারাজ পুলিশ।সাই বাবা মন্দিরের নিরাপত্তা আধিকারিক রোহিদাস মালি শিরডি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

গোয়ায় লাইরাই যাত্রা উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু, মৃত ৭, আহত অন্তত ৩০

গোয়ার শিরগাও গ্রামে লাইরাই দেবীর বাৎসরিক উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হল ভয়াবহ বিপর্যয়ে। শনিবার ভোররাতে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা চলাকালীন হঠাৎ ভিড়ের চাপে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তাতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় অন্তত সাতজনের, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩০ জন ভক্ত। গোটা গোয়া জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।প্রতি বছর মে মাসে আয়োজিত হয় এই ঐতিহ্যবাহী লাইরাই যাত্রা। গোয়া ছাড়াও মহারাষ্ট্র ও কর্নাটক থেকে হাজার হাজার ভক্ত আসেন এই উৎসবে যোগ দিতে। দিনভর পূজা-পাঠ ও মধ্যরাতের গোল নৃত্যের পর ভোরবেলা শুরু হয় বিশেষ অগ্নিপরীক্ষা—ভক্তরা খালি পায়ে হেঁটে যান জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে, যা তাঁদের মতে, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের এক চূড়ান্ত প্রকাশ।তবে এবারে সেই পবিত্র আয়োজনই রূপ নেয় মরণফাঁদে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোরবেলা কয়লার উপর হাঁটার সময় অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে আতঙ্ক ছড়ায়, শুরু হয় হুড়োহুড়ি। অনেকে মাটিতে পড়ে যান, মুহূর্তেই তাঁদের পদপিষ্ট করে যায় বিশাল জনসমুদ্র। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কয়েকজনের, পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও কয়েকজনের।খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পাঠানো হয় একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স। গুরুতর আহতদের মধ্যে দু'জনকে স্থানান্তর করা হয়েছে গোয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে।গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্ত হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় আমরা শোকাহত। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সর্বোচ্চ সাহায্য দেওয়া হবে।" তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছে এবং কেন্দ্র সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্বজিৎ রানে জানান, সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচটি অ্যাম্বুল্যান্স ও অতিরিক্ত চিকিৎসক পাঠানো হয়। প্রস্তুত রাখা হয় ICU ও ভেন্টিলেটর-সহ জরুরি চিকিৎসা পরিকাঠামো। সরকার আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। কীভাবে এত বড় বিপর্যয় ঘটল, তা জানতে চাওয়া হয়েছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। লাইরাই যাত্রা, যা এতদিন ছিল শান্তি ও ভক্তির প্রতীক, এবার রেখে গেল এক রক্তাক্ত স্মৃতি। গোয়া সহ গোটা দেশ আজ প্রার্থনা করছে—এই ধরনের ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে।

পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ আমদানি-রফতানি

বড় পদক্ষেপ ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসী হামলার পর, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও একটি কঠোর পদক্ষেপ

ভারতের। তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানে উৎপন্ন বা সেখান থেকে রপ্তানি করা সকল পণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আমদানির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল ভারত সরকার। যে সকল পণ্য অবাধে আমদানি করা যায় বা অন্যথায় অনুমোদিত, সেইসাথে তৃতীয় দেশ দিয়ে পরিবহন করা হয়, সেইসব পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এই নিষেধাজ্ঞা। পাকিস্তানের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার কারণে আরও অর্থনৈতিক সংকটে পড়বে পাকিস্তান। দুই দেশের মধ্যে ইতিমধ্যেই সীমিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পাকিস্তান থেকে ভারতের আমদানির মধ্যে মূলত কৃষিপণ্য, মশলা এবং কিছু খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির আকারে। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণের পর ভারত ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সীমিত করে দিয়েছিল। এবার আমদানি রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা সেই দিকে আরও একটি কঠিন পদক্ষেপ।পহেলগাঁও-বৈসরান উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় দুই বিদেশী পর্যটক সহ ২৬ জন নিহত হয়েছেন। হামলার দায় স্বীকার করে লস্কর-ই-তৈয়বার একটি শাখা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। যদিও পরে আবার তারা দায় অস্বীকার করে। এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে এবং প্রতিক্রিয়ায় বেশ কয়েকটি কঠোর পদক্ষেপ নেয় ভারত। এর মধ্যে রয়েছে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করা, আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করা এবং পাকিস্তানি কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা। এরপর পাকিস্তানের সঙ্গে আমদানি রপ্তানিও বন্ধ করলো ভারত।

জোড়া ভোটে চমকপ্রদ জয় পেল কট্টর দক্ষিণপন্থী রিফর্ম ইউকে

ব্রিটেনে পার্লামেন্ট উপনির্বাচন এবং মেয়র নির্বাচনে চমক দিল অতি দক্ষিণপন্থী নেতা নাইজেল ফারাজের দল রিফর্ম ইউকে। র‍্যান্সর্ন-হেলসবি পার্লামেন্ট আসনটি ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। সেই সঙ্গে গ্রেটার লিঙ্কনশায়ারে মেয়র নির্বাচনেও জিতেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দু'টি ক্ষেত্রেই জয়ী প্রার্থীরা কনজারভেটিভ পার্টির প্রাক্তন নেতা।২০২৪ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে র‍্যান্সর্ন-হেলসবি কেন্দ্রের সাড়ে ১৪ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন লেবার পার্টির প্রার্থী মাইক অ্যামসবেরি। তিনি ইস্তফা দেওয়ায় উপনির্বাচন হয়। মাত্র ছ'ভোটের ব্যবধানে লেবার পার্টির প্রার্থী কারেন শোরেককে হারান রিফর্ম ইউকের প্রার্থী তথা প্রাক্তন কনজারভেটিভ কাউন্সিলর সারা পোচিন। তাঁরা দু'জনেই ৩৮ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছেন। কনজারভেটিভ পার্টি এ বারের উপনির্বাচনে পেয়েছে সাড়ে ৭ শতাংশেরও কম ভোট।জোড়া জয়ে উচ্ছ্বসিত ফারাজ শনিবার বলেন, ''এই ফলাফল প্রমাণ করছে, আমরাই এখন লেবার পার্টির সরকারের প্রধান বিরোধী শক্তি।''

১০ মাস আগের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি ৫২ শতাংশ, রিফর্ম ইউকে ১৮ শতাংশ এবং কনজারভেটিভ প্রার্থী ১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। অন্য দিকে, গ্রেটার লিঙ্কনশায়ারে মেয়র নির্বাচনে রিফর্ম ইউকের প্রার্থী ডেম আন্দ্রেয়া জেনকিন্স জয়ী হয়েছেন।

তিনি কনজারভেটিভ পার্টির প্রাক্তন এমপি। গ্রেটার লিঙ্কনশায়ারের মেয়র নির্বাচনে রিফর্ম ইউকে ৪২ শতাংশ, কনজারভেটিভ পার্টি ২৬ শতাংশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের লেবার পার্টি মাত্র ১২ শতাংশ ভোট পেয়েছে।জোড়া ভোটের এই ফলাফলকে ব্রিটিশ রাজনীতিতে 'নতুন শক্তির উত্থান' হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে।

মূলত টোরি (কনজারভেটিভ পার্টি) বনাম লেবার শিবিরে বিভক্ত ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে কখনও কখনও লিবারেল ডেমোক্র্যাটিরা দাগ কাটলেও অন্য কোনও দলের অস্তিত্বই কার্যত ছিল না। এতদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের রাজনীতিতে 'স্পয়লার' (ভারতীয় রাজনীতির পরিভাষায় 'ভোট কাটুয়া') হিসেবে পরিচিতি ছিল কট্টরপন্থী ফারাজের নেতৃত্বাধীন দলের।

গত বছরের জুলাই মাসে পার্লামেন্ট নির্বাচনে রিফর্ম ইউকে নতুন দল হিসাবে লড়ে প্রায় ১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। জিতেছিল চারটি আসনে। বেশ কয়েকটি আসনে কনজারভেটিভ পার্টির ভোট কেটে লেবারদের জয়ে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল রিফর্ম ইউকে। এ বার তারা চলে এল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনের সারিতে।

রেলের ওভারহেডের তারে ভ্রূণ উদ্ধার

লখনউ: রেলের ওভারহেড তারে মানব ভ্রূণ! শুক্রবার ঘটনাটিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তরপ্রদেশের শাজানওয়া রেল স্টেশনে। কিন্তু কীভাবে সেটি ওখানে এল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পুলিশ সূত্রে খবর, মাটি থেকে প্রায় ২০ ফুট উঁচুতে স্টেশনের ওভারহেড তারে এদিন মানব ভ্রূণটিকে ঝুলতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপরই সেখানে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেলের আধিকারিকরা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ভ্রূণটিকে উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরাও।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, স্টেশনের আশপাশের কোনও বাড়ি থেকে ভ্রূণটিকে ছুড়ে ফেলা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ওভারহেড তারে সেটি আটকে যায়। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জিতেন্দ্র শ্রীবাস্তব বলেন, "আমরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছি। শুধু তাই নয়, আশপাশের বাড়িগুলিতে গিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করছি। খুব শীঘ্রই আমরা এই ঘটনার কিনারা করব।"

ইমরানের শারীরিক পরীক্ষায় ধর্ষণের উল্লেখ

ইসলামাবাদ: জেলেই ধর্ষণের শিকার প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান! সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক পোস্টে এমনটাই দাবি করা হচ্ছে। তবে ইমরানের পরিবার বা রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষের তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তাতেই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।সমাজমাধ্যমে ইমরানের শারীরিক পরীক্ষার একটি রিপোর্ট ছড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। রিপোর্টে নাম রয়েছে রাওয়ালপিন্ডির পাক এমিরেটস মিলিটারি হাসপাতালের। রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, মার্চ মাসের ৩ তারিখ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় জেল থেকে উদ্ধার করা হয়। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। শুধু তাই নয়, ইমরানকে যে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে, তারও প্রমাণ মিলেছে। রিপোর্টটি পাকিস্তানি সেনার সদর দপ্তরে (রাওয়ালপিন্ডি) পাঠানো হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম 'দ্য ডন'-এর অনলাইন সংস্করণের একটি স্ক্রিন শট ভাইরাল হয়েছে (স্ক্রিন শটটির সত্যতা যাচাই করেনি 'সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল')। সেখানেও ইমরানের শারীরিক পরীক্ষার এই

রিপোর্টটির উল্লেখ রয়েছে।প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট তোশাখানা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ইমরান। প্রথমে তাঁর ঠাঁই হয়েছিল পাঞ্জাব প্রদেশের অটোক জেলে। সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তর করা হয় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে। একাধিকবার কারাগারে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা করেছেন ইমরানের পরিবার ও সমর্থকরা। ইমরান আগেই অভিযোগ করেছিলেন, জেলে তাঁর সঙ্গে 'জঙ্গি'দের মতো আচরণ করা হচ্ছে। সন্ত্রাসীদের যে সেলে রাখা হয় সেরকমই এক কুঠুরিতে রাখা হয়েছে তাঁকে।

একই অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছিল তাঁর স্ত্রীকেও। এই আবহে ইমরানের ধর্ষণের খবরে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

মতবিরোধ ভুলে রাজপরিবারের সঙ্গে ফের এক হতে পারেন প্রিন্সহ্যারি

যুক্তরাজ্যের ডিউক অব সাসেক্স প্রিন্স হ্যারি বলেছেন, তিনি আবারও রাজপরিবারের সঙ্গে একত্র হতে চান। যুক্তরাজ্যে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা ফিরে পাওয়া সংক্রান্ত আইনি লড়াইয়ে হেরে যাওয়ায় তিনি বিধ্বস্ত। বিবিসিকে দেওয়া এক আবেগঘন সাক্ষাৎকারে রাজপরিবারের এই সদস্য এসব কথা বলেছেন।প্রিন্স হ্যারি বলেন, 'এই নিরাপত্তাসংক্রান্ত ব্যাপারগুলোর কারণে রাজা (হ্যারির বাবা চার্লস) আমার সঙ্গে কথা বলেন না।' তবে তিনি আর লড়াই করতে চান না উল্লেখ করে হ্যারি বলেন, 'আমি জানি না আমার বাবার হাতে আর কতটা সময় আছে।'রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে যুক্তরাজ্যে নিজের ও পরিবারের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা সুবিধা ফিরে পাওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের আদালতে আপিল করেছিলেন হ্যারি। হেরে যাওয়ার পর ক্যালিফোর্নিয়ায় বিবিসি নিউজকে তিনি সাক্ষাৎকারটি দেন।বাকিংহাম প্যালেস বলেছে, 'আদালত এসব বিষয় একাধিকবার অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং প্রতিবারই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।'

শুক্রবার আদালতের রায়ের পর প্রিন্স হ্যারি বলেন, 'এই অবস্থায় স্ত্রী ও সন্তানদের যুক্তরাজ্যে ফেরানোর কথা আমি কল্পনাও করতে পারছি না।'রাজপরিবারের কিছু সদস্যের সঙ্গে অনেক মতবিরোধ আছে উল্লেখ করে এ রাজপুত্র বলেছেন, এখন তিনি তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।প্রিন্স হ্যারি আরও বলেন, 'আমি সত্যিই চাই আমার পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন হোক। আর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কোনো মানে নেই। জীবন খুবই মূল্যবান।' নিরাপত্তা নিয়ে এই বিরোধ 'সব সময়ই প্রধান বাধা' হয়ে ছিল বলে উল্লেখ করেন হ্যারি।২০২০ সালে রাজকার্য থেকে পদত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান হ্যারি। সে সময় যুক্তরাজ্যে রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে তাঁর জন্য নির্ধারিত নিরাপত্তা সুবিধা কমিয়ে দেওয়া হয়। সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করেছিলেন হ্যারি, তবে তা খারিজ হয়ে যায়।হ্যারি বলেন, তিনি নিরাশ বোধ করছেন।

আদালতে পরাজিত হওয়াকে তিনি 'কায়েমি মহলের পুরোনো ঢঙের সাজানো খেলা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। নিরাপত্তা কমানোর সিদ্ধান্তের জন্য রাজপরিবারকে দায়ী করেন হ্যারি বিবিসির পক্ষ থেকে হ্যারির কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনি এই নিরাপত্তা-বিতর্কে রাজার হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন কি না। জবাবে হ্যারি বলেন, 'আমি তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে বলিনি—আমি তাঁকে এসব থেকে দূরে থাকতে এবং বিশেষজ্ঞদের তাঁদের মতো করে কাজ করতে দিতে বলেছিলাম।'হ্যারি মনে করেন, নিরাপত্তা নির্ধারণের এ প্রক্রিয়ায় তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা তাঁর ভয়ংকর আশঙ্কাগুলোকেই সত্য করে তুলেছে।এই ব্রিটিশ রাজপুত্র বলেন, 'আমি বিধ্বস্ত—পরাজয়ের জন্য যতটা না, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি এই ভেবে যে যারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা ভাবছে এটা ঠিকই হয়েছে। এটা কি তাদের জন্য জয়? নিশ্চয়ই এমন কিছু লোক আছে, যারা সম্ভবত আমার ক্ষতি কামনা করে, তারা এটাকে বড় এক জয় হিসেবেই দেখছে।'

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে 'অন্যতম বিপজ্জনক দেশ' ভারত

দিল্লি: সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বিশ্ব সূচকে সামান্য উন্নতি ঘটলেও ভারত এখনও 'অন্যতম বিপজ্জনক দেশ'। শনিবার বিশ্ব সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা দিবস। আর সেই উপলক্ষেই প্রকাশিত হয়েছে 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স' তথা আরএসএফ-এর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক তালিকা। যেখানে দেখা গিয়েছে, ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৫১। ২০২১ এর তুলনায় আট ধাপ উপরে উঠে ভারতের অবস্থান বর্তমানে ১৫১। ২০২১ সালে ভারত ছিল ১৪২ নম্বরে। ২০২৩ সালে ভারত পৌঁছয় ১৬১ নম্বরে। ২০২৪ সালে তা সামান্য কমে হয় ১৫৯। কিছুটা উন্নতি হলেও ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে আরএসএফকে। তাদের ওয়েবসাইটে আরএসএফ লিখেছে 'সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা,

সংবাদমাধ্যমের অতি কেন্দ্রীভূত মালিকানা এবং রাজনৈতিক সমন্বয়ের কারণে 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে' সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকটাপন্ন। যা ২০১৪ সাল থেকে বিজেপি নেতা এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী ডানপন্থার মূর্ত প্রতীক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনাধীন।' আরএসএফের আরও লিখেছে, ' ভারতে প্রতি বছর গড়ে দুই থেকে তিনজন সাংবাদিক খুন হন। ভারত সংবাদমাধ্যমের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশগুলির মধ্যে একটি।' পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে 'সরকারের সমালোচক সাংবাদিকরা নিয়মিত অনলাইনে ট্রোলিং, ভয় দেখানো, হুমকি এবং শারীরিক আক্রমণের শিকার হন। পাশাপাশি ফৌজদারি মামলা এবং নির্বিচারে গ্রেপ্তারের শিকারও হন।'

২০০২ সাল থেকে এই তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের তালিকার শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে। দুই, তিন ও চার নম্বরে যথাক্রমে এস্টোনিয়া, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন। পাঁচে ফিনল্যান্ড। আমেরিকার স্থান ৫৭। তালিকার একেবারে শেষ ছয়টি দেশ হল (শেষ থেকে ধরলে) এরিট্রিয়া, উত্তর কোরিয়া, চিন, সিরিয়া, ইরান, আফগানিস্তান। ভারতের প্রতিবেশী দেশের মধ্যে পাকিস্তান আছে ১৫৮ নম্বরে। অন্যদিকে ভুটান ১৫২, বাংলাদেশ ১৪৯, শ্রীলঙ্কা ১৩৯, নেপাল ৯০।

চেন্নাই-এর কর্মের খেসারত দিতে হচ্ছে ধোনিদের

আইপিএলের বিভিন্ন দলে রয়েছেন 'স্কাউট'। যাঁদের কাজ সারা বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে দলের জন্য প্রতিভাবান ক্রিকেটার খুঁজে নিয়ে আসা। প্রয়োজনীয় ক্রিকেটারের খোঁজে জেলা স্তরের ছোটখাট প্রতিযোগিতাও তাঁরা দেখতে যান অনেক সময়।

ব্যতিক্রম নয় চেন্নাই সুপার কিংসও। তাদের 'স্কাউট'রাও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে নতুন নতুন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের সন্ধান দেন চেন্নাই কর্তৃপক্ষকে। আইপিএলের গত নিলামের আগেও বেশ কয়েক জন তরুণ ক্রিকেটারের নাম সুপারিশ করেছিলেন। সেই তালিকায় ছিল প্রিয়াংশ আর্যের নাম। অতীতে যেমন তাদের তালিকায় ছিল বরুণ চক্রবর্তী, সাই সুদর্শনের নাম। সূত্রের খবর, চেন্নাই কর্তৃপক্ষ সেই তালিকাকে গুরুত্ব দেননি। চেন্নাই কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেন দীপক হুডা, বিজয় শঙ্কর, রাহুল ত্রিপাঠিদের উপর। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে এমনই দাবি করেছে। সিএসকের একটি সূত্র এই খবর জানিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পঞ্জাবের হয়ে আইপিএলে নজর কাড়ছেন প্রিয়াংশ। এখনও পর্যন্ত ১০টি ম্যাচ খেলে ৩৪৬ রান করেছেন। তরুণ ক্রিকেটারের স্ট্রাইক রেট ১৯৬। কয়েক দিন আগে চেন্নাইয়ের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং স্বীকার করে নিয়েছিলেন, নিলামে তাঁরা ঠিক মতো দল তৈরি করতে পারেননি। তাঁদের ক্রিকেটার বাছাইয়ে কিছু ভুল হয়েছে। মেনে নেন তাঁদের পরিকল্পনায় গলদ ছিল। দলের 'স্কাউট'দের পরামর্শ শুনলে হয়তো প্রতিযোগিতার মাঝে এসে ফ্লেমিংকে এমন আক্ষেপ করতে হত না। গত ম্যাচে পঞ্জাবের কাছে হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে চেন্নাই। এই প্রথম পর পর দু'টি মরসুমে আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে পারলেন না ধোনিরা।

ব্যাটের 'বায়না' বৈভবের

কখনও সেঞ্চুরি, কখনও শূন্য। ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে প্রবল চর্চা ক্রিকেট মহলে। আর তার নিজের নজর কোন দিকে? না, সেটা সতীর্থের ব্যাটের দিকে। আরও ব্যাট চাই, নীতীশ রানার কাছে রীতিমতো 'বায়না' জুড়ে দিলেন বৈভব। উত্তরে কিশোর ক্রিকেটারের বয়সের প্রসঙ্গ টেনে খোঁচা মারতেও ছাড়লেন না নীতীশ।

রবিবার ইডেনে কেকেআরের বিরুদ্ধে নামবে রাজস্থান রয়্যালস। প্লে অফের লড়াই থেকে তাদের 'ছুটি' হয়ে গেলেও নাইটদের জন্য এই ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া গত ম্যাচে শূন্য করার পর বৈভব কীভাবে কামব্যাক করে, সেটাও নজরে থাকবে। অবশ্য বৈভবের নজর নীতীশ রানার ব্যাটের দিকে। রাজস্থান রয়্যালসের ভিডিওয় দুজনের কথোপকথন দেখে মজাই পাচ্ছেন নেটিজেনরা।

সেখানে নীতীশ বলেন, "তোমাকে আমি পাঁচটা ব্যাট দেব। কিন্তু তারপর যেন তোর ব্যাটের সংখ্যা ১৪-র বেশি না হয়..." উত্তরে বৈভব বলে, "না, আমার একটাই ব্যাট চাই। যদি তাতে আমার বয়সের থেকে বেশি হয়ে গেলে, তুমি যাকে বলবে তাকেই ব্যাট দিয়ে দেব।" পাল্টা রানা বলেন, "আমার ব্যাট, আমি কী করব আমার ব্যাপার। তোকে দেব কেন?" সঙ্গে বলেন, "তোর কাছে ১০টা ব্যাট আছে না? ১০টা ব্যাট মানে অনেক কিছু। এত ব্যাট তো বিরাট ভাইয়ের কাছেও নেই।"

এমনিতে বিরাটের ব্যাট নিয়ে 'কাড়াকাড়ি' কম নেই। গত বছর রিঙ্কু সিং দুটো ব্যাট নিয়েছিলেন। এবার যেমন টিম ডেভিড একটা ব্যাট 'চুরি' করেছিলেন। অন্যদিকে বৈভবকে নিয়ে প্রবল চর্চা। ১৪ বছর বয়সেই সেঞ্চুরি করে একাধিক রেকর্ড গড়েছেন। তবে আগের ম্যাচেই শূন্য রানে আউট হয়েছেন। নাইটদের বিরুদ্ধে কি বৈভবের ব্যাট চলবে?

বিশ্বকাপ জিতেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার কারণ জানালেন কোহলি

গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই এই ফরম্যাটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে হঠাৎ অবসর ঘোষণা করেছিলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু চলতি আইপিএলে দারুণ ফর্মে রয়েছেন কিং কোহলি। ১০ ম্যাচ খেলে করেছেন ৪৪৩ রান, এবং রয়েছেন কমলা টুপি জেতার দৌড়ে। এবার তাঁর এই ফর্ম দেখে অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে কোহলি কেন অবসর নিলেন? তবে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক নিজেই।

কোহলি বলেছেন, 'আমার মনে হয় না, ওই সিদ্ধান্তের জন্য আমার ক্রিকেট খেলা খুব একটা বদলেছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে দেশের হয়ে প্রচুর তরুণ ক্রিকেটার উঠে এসেছে যারা কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য একদম তৈরি। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ওদের কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়া উচিত।' তিনি আরও বলেছেন, 'প্রতি দু'বছর অন্তর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়। চাপ সামলাতে শেখা, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে খেলা এবং যথেষ্ট সংখ্যক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়া দরকার নবাগতদের, যাতে বিশ্বকাপের আগে ওরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে।'

হায়দরাবাদ এখনও পৌঁছোতে পারে আইপিএলের প্লে-অফে

গুজরাত টাইটান্সের কাছে হেরে আরও চাপে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। প্যাট কামিন্সের দলের প্লে-অফ খেলার সম্ভাবনা আরও কমে গিয়েছে। তবে আশা একদম শেষ হয়ে যায়নি। সব দলেরই তিন-চারটি করে ম্যাচ বাকি থাকায় অঙ্কের হিসাবে এখনও শেষ চারে পৌঁছোনোর সুযোগ রয়েছে গত বারের আইপিএল রানার্স দলের।

চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালস প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। আইপিএলে এখন লড়াই মূলত আট দলের। তবে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, রিয়ান পরাগেরা বদলে দিতে পারেন অনেক হিসাব। বাকি সব ম্যাচ জিতলে এবং অন্য দলগুলির ফলের উপর নির্ভর করে প্লে-অফে উঠতে পারে ১০টি ম্যাচ খেলে সাতটি হেরে যাওয়া হায়দরাবাদ।

লিগ পর্বের বাকি চারটি ম্যাচই জিতলে হায়দরাবাদের পয়েন্ট হবে ১৪। গত বছর আইপিএলে ১৪ পয়েন্ট নিয়েই প্লে-অফে উঠেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সে ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল নেট রান রেট। গুজরাতের কাছে হারের পর হায়দরাবাদের নেট রান রেট -১.১৯২। আইপিএলের ১০টি দলের মধ্যে কামিন্সদের পর রয়েছে শুধু চেন্নাই। এই নেট রান রেট পথের কাঁটা হতে পারে তাঁদের। বাকি সব ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিততে পারলে অবশ্য নেট রান রেট ভাল হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, গুজরাত টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং পঞ্জাব কিংসের ঝুলিতে এখনই অন্তত ১৩ পয়েন্ট করে রয়েছে। এই চারটি দল ১৫ পয়েন্টে পৌঁছে গেলেই হায়দরাবাদের সব আশা শেষ হয়ে যাবে। প্রতিটি দলের প্রয়োজন একটি করে জয়। তা হলেই তারা ১৫ বা ১৭ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে।

এর পর ৭ মে দিল্লি, ১০ মে কেকেআর, ১৩ মে বেঙ্গালুরু এবং ১৮ মে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে হায়দরাবাদের। বিরাট কোহলি এবং ঋষভ পন্থদের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে কামিন্সদের। সূচি সহজ নয়। কলকাতায় খেলতে এসে গত ৩ এপ্রিল অজিঙ্ক রাহানেদের কাছে ৮০ রানে হেরেছিলেন কামিন্সেরা। বড় ব্যবধানে সেই হারের ফলেই হায়দরাবাদের নেট রান রেট তলানিতে চলে যায়। তা ছাড়া ব্যাটারদের অফ ফর্ম ভুগিয়ে চলেছে দলকে।এত কিছুর পরও প্লে-অফ খেলতে পারে হায়দরাবাদ। সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে আর একটিও ম্যাচ হারা চলবে না তাদের। উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে হবে নেট রান রেটের। আশায় থাকতে হবে, যাতে তিনটির বেশি দল ১৪ পয়েন্টের বেশি না পায়। নজর রাখতে হবে মুম্বই, গুজরাত, বেঙ্গালুরু এবং পঞ্জাব কিংসের ম্যাচের ফলের দিকে। এতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে হায়দরাবাদের প্লে-অফ খেলা।

গুয়ার্দিওলা উসকে দিলেন অবসর জল্পনা

ম্যানচেস্টার: চলতি মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। গতবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা এবার রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ইতিমধ্যেই ম্যান সিটির তারকা মিডফিল্ডার কেভিন ডি ব্রুইন জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি মরশুম শেষে দল ছাড়বেন। এবার ইদানিং কয়েকদিন ধরেই ইটা জল্পনা চলছিল যে চলতি মরশুম শেষে তবে সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও সিটির কোচিং ছাড়তে চলেছেন কিনা। কিন্তু শুক্রবার রাতে উলভসকে হারানোর পর ম্যান সিটির কোচ গুয়ার্দিওলার মন্তব্য উসকে দিল সমস্ত 'অবসর' নিয়ে জল্পনা।

এই মুহূর্তে ৩৫ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট ম্যাঞ্চেস্টারের নীল দলের। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য এবার প্রথম চারে শেষ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই আতঙ্ক এখন অনেকটাই কমেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে অনেক আগেই বিদায় ঘটেছে। একমাত্র হাতে পড়ে এফএ কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। উলভসকে হারানোর পর গুয়ার্দিওলা বলেন, 'সিটির সঙ্গে আমার চুক্তি শেষ হলেই আমি কোচিং থামাব। এখনও জানি না, পুরোপুরি অবসর নেব কি না। কিন্তু একটা বড় ছুটি ঠিকই নেব। যদিও আমি জানি না লোকে আমাকে কীভাবে মনে রাখবে।' বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের প্রাক্তন এই কোচ এরপরেই দার্শনিক ভাবে বলেন, 'মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা দুই-তিনদিন কাঁদে। তারপর সবাই ভুলে যায়। কোচের জীবনও তাই। তবে ভালো কোচকে সবাই মনে রাখে।' ম্যান সিটির সঙ্গে আরও দুই বছরের চুক্তি আছে পেপের। এই নিয়ে গুয়ার্দিওলার বক্তব্য, 'আমি এটা বলিনি যে, এই মরশুম শেষ হলেই ক্লাব ছাড়ব। যদি ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু আমি এখানে আরও কোচিং করাতে চাই। সেটা এক-দুই, তিন, চার কিংবা পাঁচ বছরও হতে পারে। তারপর ছুটি নেব। তবে অবসর নিচ্ছি না, এটা বলতে পারি।'

গাভাসকারের মতে বেঙ্গালুরুই আইপিএল খেতাব জয়ের দাবিদার

চলতি আইপিএল যত এগোচ্ছে, ততই উত্তেজনা বাড়ছে। হিসেব মতো দেখতে গেলে চলতি টুর্নামেন্টে মোটামুটি ভাবে ৮টি দল এখনও প্লে-অফের দৌড়ে রয়েছে। প্রথম চারটি স্থানের জন্য চলছে টানটান লড়াই। এ হেন অবস্থায় অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারই সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন দলের নাম বলতে শুরু করেছেন। এবার এই নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক দাবি করেছেন যে তিনি মনে করেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএল ২০২৫-এর খেতাব জয়ের দাবিদার। আরসিবির ফর্ম সম্পর্কে গাভাসকার বলেন, 'মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই একমাত্র দল যারা আরসিবির অলরাউন্ডার শক্তির কাছাকাছি। তবে, তিনি বলেছেন, আরসিবি শিরোপার শক্তিশালী দাবিদার।' তিনি আরো বলেন, 'আরসিবি ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং দুই বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে এখনো অবধি। আর তাই চলতি মরশুমে আরসিবি ধারাবাহিক ভাবে দুর্দান্ত পারফর্ম করছে। এই কারণেই আমার মনে হয় বিরাট কোহলিরা খেতাব জয়ের দাবি রাখে।'

আইপিএলের মাঝেই মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগের নিলাম

চলতি আইপিএলের মাঝেই হতে চলেছে আর এক টি-টোয়েন্টি লিগের নিলাম। আগামী ৭ মে হবে মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগের নিলাম। আগামী ২৬ মে থেকে ৮ জুন পর্যন্ত হবে এই প্রতিযোগিতা। 'আইকন' খেলোয়াড়ের মর্যাদা পাওয়ায় সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ার, অজিঙ্ক রাহানে, শার্দুল ঠাকুর, পৃথ্বী শ, শিবম দুবে, তুষার দেশপাণ্ডে, সরফরাজ খানদের নাম থাকছে না এই নিলামের তালিকায়। বিগত কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর এইবার আবার হতে চলেছে মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগ। প্রতিযোগিতার প্রতিটি দল এক জন করে 'আইকন' খেলোয়াড়কে সই করানোর সুযোগ পেয়েছে নিলামের আগে। এরই সঙ্গে 'আইকন' খেলোয়াড়দের জন্য ২০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আয়োজকেরা।

এই নিয়ে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অজিঙ্ক নায়েক বলেছেন, 'প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটারদের আইকন ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। দলগুলি তাদের পছন্দ মতো আইকন ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত করেছে। এখন দল গঠনের প্রক্রিয়া বাকি। ৭ মে নিলামে দল গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ। বিশেষ করে তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটারেরা নিজেদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবে।' তবে সব খেলাই হবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। এরই সঙ্গে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যেই সূর্যকুমারের সঙ্গে চুক্তি করেছে নাইট মুম্বই নর্থ ইস্ট। শ্রেয়স চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সোবো মুম্বই ফ্যালকনের সঙ্গে। রাহানে যোগ দিয়েছেন বান্দ্রা ব্লাস্টার্সে। পৃথ্বীর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে নর্থ মুম্বই প্যান্থার্সের।

জেতার মূলমন্ত্র নিয়েই আজ মাঠে নামবে কেকেআর

কলকাতা: কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে এখন কঠিন লড়াই। আজকে নিজেদের ঘরের মাঠ, ইডেন গার্ডেন্সে রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হতে চলেছে রিঙ্কু-রাসেলেরা। কেকেআরের কিন্তু এখনও প্লে-অফের আশা বেঁচে আছে। প্লে-অফে খেলতে গেলে রাহানেদের বাকি ৪টির মধ্যে ৪টি খেলাই জিততে হবে। শুক্রবার স্টার স্পোর্টস প্রেস রুম-রেস টু প্লেঅফস-এ রাহানে বলেছিলেন যে, 'আমাদের কাছে এখন সব ম্যাচই নক-আউট ম্যাচ। অন্য দলের জেতা-হারা নিয়ে এখন ভাবছি না। হাতে বাকি থাকা সবকটি খেলাই ভালো করে জেতা আমাদের মূল উদ্দেশ্য।' ফলত এটা আলাদা করে বলতে লাগেনা যে কেকেআরের খেলোয়াড়রা আজকে তাঁদের যান-প্রাণ লড়িয়ে ময়দানে নামবে। অপরদিকে রাজস্থান ইতিমধ্যেই চলতি আইপিএলের প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। তবুও কিন্তু তারা যে কোনো সময়ে জ্বলে উঠতে পারে। আলাদা করে বলতে লাগেনা যে আজকের ইডেনে আজকে সার্চলাইটের আলোর নিচে থাকবে ১৪ বছরের বিস্ময় ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী। কিন্তু নাইট শিবির একদমই হালকা ভাবে নিচ্ছেনা রাজস্থানকে।

এই মুহূর্তে কেকেআর রয়েছে সপ্তম স্থানে, ৯ পয়েন্ট নিয়ে। তারা খেলেছে ১০টি ম্যাচ, যেখানে জয়লাভ হয়েছে মাত্র ৪টি খেলায়, হার স্বীকার করতে হয়েছে ৫টি খেলায়, আর একটি খেলা বৃষ্টির কারণে অমীমাংসিত থেকেছে। আজকে জিতলে নারিনরা লখনউ কে পেছনে ফেলে ষষ্ঠ স্থানে উঠে আসবে। আজকের খেলায় কোনো বদলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি রাহানের তরফ থেকে। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ওপরেও ভরসা রেখেছেন রাহানে। বলেছেন, 'ওঁকে বসানোর কথা ভাবছি না। ভেঙ্কটেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড় আমাদের দলের জন্য। চলতি আইপিএলে সেইরূপ পারফর্ম করতে না পারলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে অতীতেও দলকে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন ভেঙ্কটেশ। গত মরশুমেও দুর্দান্ত ছন্দে দেখা গেছিল ভেঙ্কটেশকে।' তবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে কম-বেশি সব ব্যাটসম্যানরাই রানে ফিরেছেন, এবং কেকেআর জিতেছে সেই ম্যাচ।

এটি একটি ভালো সংকেত দলের জন্য, কারণ এতে কেকেআরের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে বলে ধারণা। চলতি আইপিএলে যখন প্রথমবার দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল তখনও কিন্তু কলকাতা অনায়াসেই রাজস্থানকে হারিয়ে দিয়েছিল। এটিও একটি বাড়তি সুবিধা জোগাতে পারে নাইট রাইডার্সকে। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের পাশাপাশি চোখ থাকবে সুনীল নারিন, রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেল, এবং অবশ্যই অধিনায়ক রাহানের ওপর। রাহানে আঙুলে চোট পেলেও তিনি জানিয়েছেন যে তিনি রাজস্থানের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন আজকে। আসলে রাহানেই একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি ধারাবাহিক ভাবে কলকাতার হয়ে রান পেয়ে এসেছেন। ফলে অধিনায়কের দিকেও আশার চোখ থাকবে।

২০ লক্ষে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন কোটি টাকার শ্রেয়স-সূর্যরা

একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কে কোন দলে আছেন?

শিবম দুবে – এআরসিএস আন্ধেরি
সূর্যকুমার যাদব – ট্রায়াম্ফ নাইটস মুম্বাই নর্থ ইস্ট
অজিঙ্ক রাহানে – বান্দ্রা ব্লাস্টার্স
শার্দুল ঠাকুর – ঈগল থানে স্ট্রাইকার্স
সরফরাজ খান – আকাশ টাইগার্স মুম্বাই ওয়েস্টার্ন সাবার্বস
শ্রেয়স আইয়ার – সোবো মুম্বাই ফ্যালকন্স
তুষার দেশপাণ্ডে – মুম্বাই সাউথ সেন্ট্রাল মারাঠা রয়্যালস

তৃতীয় মরশুমে পা দিতে চলেছে টি-টোয়েন্টি মুম্বই লিগ। আইপিএলের মাঝেই এই লিগ নিয়ে উত্তেজনা চরমে। আর হবে নাই বা কেন? সূর্যকুমার যাদব, অজিঙ্ক রাহানে থেকে শ্রেয়স আইয়ারের মতো তারকা ক্রিকেটাররা খেলবেন এই লিগে। আটজন 'আইকন' ক্রিকেটার কে কোন দলে খেলবে তা ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে।

তবে এখনও বাকি প্লেয়ারদের নিলাম হয়নি। সেটা হবে ৭ মে। অর্থাৎ যেদিন ইডেনে নাইটরা সিএসকে'র বিরুদ্ধে মহারণে নামবে, সেদিনই হবে টি-টোয়েন্টি মুম্বই লিগের নিলাম। এই লিগের 'মুখ' রোহিত শর্মা। মাঝে কয়েক বছর এই লিগ বন্ধ ছিল। শুক্রবার আটটি দল ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের 'আইকন' প্লেয়াররা কারা হচ্ছেন। তাঁদের মূল্য ২০ লক্ষ টাকা। এই নিয়ে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অজিঙ্ক নায়েক বলছেন, "প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি তারকাদের 'আইকন' প্লেয়ার বেছে নিয়েছে। আসন্ন মেগা নিলামে তারা এবার শক্তিশালী দল তৈরি করবে। টি-টোয়েন্টি মুম্বই লিগ তরুণ খেলোয়াড়দের খুঁজে, তাঁদের প্রতিভা বিকাশের আদর্শ মঞ্চ করে দেয়। আমরা একেবারে তৃণমূল স্তরে কাজ করছি।" টুর্নামেন্টের সব ম্যাচই হবে ওয়াংখেড়েতে। ২৬ মে থেকে ৮ জুন পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে।

Editor in Chief: Nilanjan DasGuptaConsulting Editor: Nabarun Majumdar Contact No: +91 9674740000 EMAIL : editor@jazzbaat24.com No.U92490JK2022PTC013572,--- RNI Application No. T/WB/2024/27Printed by: Jazzbaat24 News Network Pvt Limited Baruipara, Domjur, Howrah, West Bengal 711405